বিশ্ব দাদা-দাদী
ও প্রবীণ দিবস
২৬ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৫ ২৬ জুলাই - ১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রবীণদের জীবন নিয়ে কতিপয় ভাবনা : যত্ন নেবার তাগিদ

প্রবীণদের প্রতি অবহেলা নয় যত্নের সংস্কৃতি গড়ি

আলোকবর্তিকা সমবায়ঃ স্বাবলম্বিতা অর্জনের পথনির্দেশক

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

প্রয়াত নিকোলাস গ্রেগরী গমেজ

জন্ম: ৩ জুলাই, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

**আমাদের আশা ও বিশ্বাস
তুমি স্বর্গে পরম পিতার সাথেই আছ।**

সময়ের স্রোতে বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাসিক্ত দিন। যেদিন মহাশান্তির মাঝে পরম পিতার কোলে তুমি আশ্রয় নিয়েছ। তুমি চলে গেছ, তবু রেখে গেছ অনেক কিছু স্মৃতির মানসপটে।

তোমার সদালাপী হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাদের অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগায়, তোমার অপরিসীম ভালোবাসা, স্নেহ, যত্ন সর্বোপরি তোমার আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা বরাবরই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এবং আমাদের নব চেতনায় উদ্ভাসিত করে।

আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণ করে সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি।

পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করেন।

তোমারই আদরের

স্ত্রী : মেরী গমেজ

পুত্র ও পুত্রবধূ : প্রদীপ-লিলি, প্রবীন-রিটা, প্রতাপ-শিপ্রা, প্রকাশ- সেন্ড্রা, বিকাশ- জেসি, সিজার-অর্পিতা।

নাতি-নাতনী : অংকন-রিজওয়ানা, আপন, আবৃত্তি, অরিন, চড়া, ইরা, অরিত্র, লিরা, অর্কিত, এরভিন, অক্ষর, আদিপ্ত্য, এনড্রিক আরোহী, আরিয়েন, ইভানোরা

পুতি : ভানিয়া

ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৪৮/২৬

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২৫
২৬ জুলাই - ০১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
১১ শ্রাবণ - ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

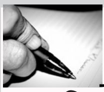

সম্পাদকীয়

পরিবারের বিশ্বাস, প্রজ্ঞা ও ভালোবাসার সেতুবন্ধনকারীঃ দাদা-দাদি, নানা-নানী ও প্রবীণব্যক্তি

কুমারী মারীয়ার পিতামাতা ও যিশুর নানা-নানী সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পর্বদিবস স্মরণে ২৬ জুলাই বা এ তারিখের নিকটবর্তী রবিবার বিশ্ব দাদা-দাদী, নানা-নানী বা প্রবীণ দিবস পালন করা হয় খ্রিস্টমণ্ডলীতে। বিশ্ব দাদা-দাদি, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রবীণরা কোনো পরিবারের শুধু অতীতের স্মৃতি নন; তাঁরা বর্তমানের প্রজ্ঞা এবং ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। একটি পরিবারের ইতিহাস, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় তাঁদের অবদান অপরিসীম। তাই তাঁদের সম্মান করা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসেরও একটি অপরিহার্য আহ্বান।

পবিত্র বাইবেল প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়ে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর বলেন, “পাকা চুলের লোকের সামনে দাঁড়াবে এবং বৃদ্ধকে সম্মান করবে” *(লেবীয় ১৯:৩২)*। আবার প্রবচনগ্রন্থে বলা হয়েছে, “ধবল কেশ গৌরবের মুকুট” *(প্রবচন ১৬:৩১)*। পবিত্র বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, প্রবীণদের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ত্যাগ ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য ঈশ্বরের এক বিশেষ আশীর্বাদ। তাঁদের জীবনের পথচলা নবীন প্রজন্মের জন্য সাহস, ধৈর্য ও আস্থার বিদ্যালয়।

প্রত্যেকটি খ্রিস্টীয় পরিবারে দাদা-দাদি ও নানা-নানীর ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রেরিতদূত সাধু পল তিমথির অকৃত্রিম বিশ্বাসের উৎস হিসেবে তাঁর দাদী লোয়াস ও মা ইউনিসের কথা স্মরণ করেছেন *(২ তিমথিয় ১:৫)*। এই ঘটনা আমাদের শেখায় যে পরিবারের মধ্যে বিশ্বাসের প্রথম বিদ্যালয় কেবল পিতা-মাতা নন, দাদা-দাদি ও নানা-নানীরাও। তাঁদের প্রার্থনা, গল্প, জীবনের সাক্ষ্য এবং নীরব ত্যাগ অনেক সময় সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনিদের হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বপন করে। আসলে বিশ্বাসের উত্তরাধিকার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে প্রবীণদের ভূমিকা অপরিহার্য।

আজকের পৃথিবীতে পারিবারিক বন্ধন নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে। নিউক্লিয়াস পরিবার, ব্যস্ত জীবন, প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা প্রজন্মের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে। এই বাস্তবতায় দাদা-দাদি ও নানা-নানীরা পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা, ক্ষমা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা পরিবারের ইতিহাসের ধারক, সম্পর্কের রক্ষক এবং প্রজন্মের মধ্যে এক জীবন্ত সেতুবন্ধন। তাঁদের স্নেহময় উপস্থিতি নাতি-নাতনিদের মানসিক বিকাশে যেমন সহায়ক, তেমনি পরিবারে আনন্দ ও ঐক্যের আবহও সৃষ্টি করে।

কাথলিক মণ্ডলী প্রবীণদেরকে মণ্ডলী ও সমাজের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে দেখে। পোপ ফ্রান্সিস বহুবার বলেছেন, যে সমাজ তার প্রবীণদের ভুলে যায়, সে সমাজ নিজের শিকড় হারিয়ে ফেলে। তিনি বিশ্ব দাদা-দাদি, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবস প্রবর্তনের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রবীণদের শুধু যত্ন নেওয়ার জন্য নয়, তাঁদের কথা শোনার, তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানোর এবং তাঁদের জীবন-অভিজ্ঞতাকে সম্মান করার জন্য। কারণ প্রবীণদের মধ্যে রয়েছে স্মৃতির ভাণ্ডার, বিশ্বাসের গভীরতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখানোর অমূল্য প্রজ্ঞা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ অনেক প্রবীণ একাকীত্ব, অবহেলা এবং মানসিক কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং ভালোবাসার বন্ধনে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত রাখা প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারের দায়িত্ব। একটি আন্তরিক সাক্ষাৎ, একটি ফোনকল, একসঙ্গে প্রার্থনা বা সামান্য সময় দেওয়াও একজন প্রবীণের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে পারে। প্রবীণদের যত্নদান বিষয়ক পালকীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন অতীব প্রয়োজন। আর সে পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশু, কিশোর ও যুবকদেরকে রাখা দরকার। যাতে করে পারস্পরিক সঙ্গদানের মাধ্যমে প্রজন্মে প্রজন্মে সুসম্পর্ক ও ঐক্য আসে।

বিশ্ব দাদা-দাদি, নানা-নানী ও প্রবীণ দিবসে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের অবদান স্মরণ করি। তাঁদের প্রার্থনা, ত্যাগ, বিশ্বাস ও ভালোবাসা আমাদের পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছে। আসুন, তাঁদের প্রতি শুধু জানানোর সাথে সাথে তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করি। কারণ যে পরিবার প্রবীণদের সম্মান করে, সে পরিবার তার শিকড়কে শক্তিশালী করে; আর যে মণ্ডলী প্রবীণদের মর্যাদা দেয়, সে মণ্ডলী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আশার এক দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে। †

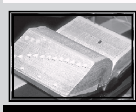

একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে সে গিয়ে সব কিছু বিক্রি করে তা কিনে নেয়। *(মথি ১৩:৪৬)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

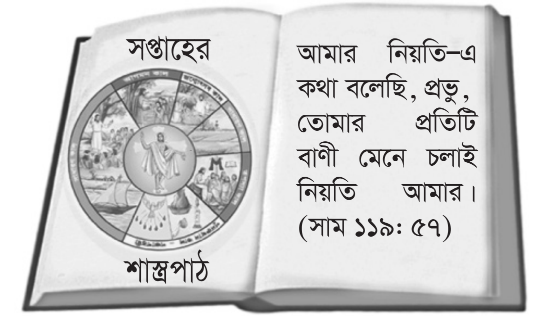

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ জুলাই - ০১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২৬ জুলাই, রবিবার
সাধারণকালের ১৭তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
১ রাজা ৩: ৫, ৭-১২, সাম ১১৯: ৫৭,৭২,৭৬-৭৭, ১২৭-১৩০, রোম ৮: ২৮-৩০, মথি ১৩: ৪৪-৫২, (সংক্ষিপ্ত ৪৪-৪৬)
বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস

২৭ জুলাই, সোমবার
সাধারণকালের ১৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
জেরে ১৩: ১-১১, সাম ২ বিবরণ ৩২: ১৮-২১, মথি ১৩: ৩১-৩৫

২৮ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
জেরে ১৪: ১৭-২২, সাম ৭৯: ৮-৯, ১১, ১৩, মথি ১৩: ৩৬-৪৩

২৯ জুলাই, বুধবার
সাধারণকালের ১৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধ্বী মার্থা, সাধ্বী মারীয়া ও সাধু লাজার, *স্মরণ দিবস*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান
হিব্রু ১৩; ১-৩, ১৪-১৬, সাম ৩৪: ১-১০, লুক ১০: ৩৮-৪২

৩০ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধু পিতর খ্রীসোলগুস, বিশপ ও আচার্য
জেরে ১৮: ১-৬, সাম ১৪৬: ১-৬, মথি ১৩: ৪৭-৫৩

৩১ জুলাই, শুক্রবার
সাধারণকালের ১৭তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
লয়োলার সাধু ইগ্নাশিউস, *যাজক, স্মরণ দিবস*
জেরে ২৬: ১-৯, সাম ৬৯: ৪, ৭-৯, ১৩, মথি ১৩: ৫৪-৫৮

০১ আগস্ট, শনিবার
সাধু আলফন্স লিগোরি, বিশপ *ও আচার্য, স্মরণ দিবস*
জেরে ২৬: ১১-১৬, ২৪, সাম ৬৯: ১৪-১৫, ২৯-৩০, ৩২-৩৩, মথি ১৪: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৬৩ ব্রা. গডফ্রে ডেনিস, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৭ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৫৬ সি. মেরী বার্টিন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সি. ডেজমন্ড ও'হারা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সি. যোসেফ মেরী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ সি. এম. ক্ল্যারেট, এমসি

২৮ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৬ সি. ইগ্নাৎসিয়া, ওএসএল (খুলনা)

২৯ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৭০ সি. মেরী টেরেন্স, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ ফা. আঞ্জেলো কান্তন, পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৯ ব্রা. জ্যাক শীসার, তেইজে (ঢাকা)

৩০ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৯ ফা. কামিল মিশো, সিএসসি
+ ২০১৩ ব্রা. আলবেরিক রবার্ট হউল, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী ম্যাগডেলিন, পিসিপিএ

০১ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৩৫ বিশপ পিটার জে. হার্থ, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ ব্রা. ভিত্তোরিও দে জিউসটি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০২ ফা. ফ্রান্সিস ব্রাদানিনি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৭ ফা এলরেড গমেজ, এসজে (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফা. পরিমল আই. রোজারিও (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. মেরী প্রকাশ, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২১ সি, মেরী যশোময়ী, এসএমআরএ (ঢাকা)

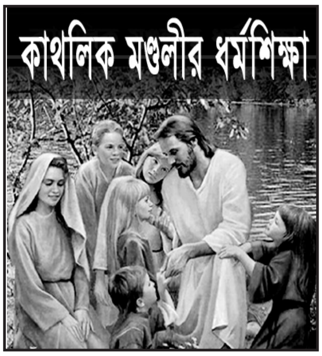

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২২৯ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব সর্বাগ্রে বাবা-মার। সুতরাং তাদের নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে, তাদের পড়াশুনার জন্য একটি শিক্ষানিকেতন বেছে নেয়ার অধিকারও তাদেরই। এটা একটি মৌলিক অধিকার। যতদূর সম্ভব বাবা-মার কর্তব্য হচ্ছে এমন স্কুল বেছে নেয়া যেখানে তারা খ্রীষ্টীন শিক্ষক হিসেবে তাদের কাজে সর্বোত্তম সাহায্য পাবে। সরকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে বাবা-মার অধিকরের নিশ্চয়তা দান এবং সেই অধিকার প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২২৩০ ছেলেমেয়েরা যখন সাবালক হয় তখন তারা তাদের জীবনাবস্থা এবং পেশা বেছে নেয়ার অধিকার ও দায়িতৃ অর্জন করে। তাদের উচিত নতুন দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার সময় মা-বাবার উপর আস্থাশীল হওয়া, এবং তাদের উপদেশ ও পরামর্শ চাওয়া ও গ্রহণ করা। মা-বাবাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যাতে তাদের সন্তানদের পেশা বা জীবনসঙ্গী- সঙ্গিনী নির্বাচনে তারা অযথা চাপ সৃষ্টি না করেন। এই অত্যাবশ্যক সতর্কতার অর্থ এই নয় যে, তাদের সন্তানদের তারা বিচক্ষণ উপদেশ দিতে পারবেন না, বিশেষতঃ যখন ওরা পরিবার গঠনের পরিকল্পনা করছে; পক্ষান্তরে এরূপ পরামর্শ দেয়া তাদের কর্তব্য।

২২৩১ কেউ কেউ বাবা-মা ও ভাইবোনদের যত্ন নেয়ার খাতিরে বা কোন পেশায় পূর্ণতরভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিতে অযথা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিবাহ করার অধিকার ত্যাগ করে। এভাবে তারা মানব পরিবারের কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

(ঘ) পরিবার এবং ঐশরাজ্য

২২৩২ পারিবারিক বন্ধন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়। শিশু যতই মানবিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, ঈশ্বরের কাছ তার অনন্য আহ্বানও তত অধিক স্পষ্ট এবং দৃঢ় হতে থাকে। বাবা-মার উচিত এই আহ্বানকে মর্যাদা দেয়া এবং তাদের ছেলেমেয়েদের তা অনুসরণে উৎসাহিত করা। তাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে খ্রীষ্টভক্তের প্রথম আহ্বান হচ্ছে *যীশুকে অনুসরণ করা*। "যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।"

২২৩৩ যীশুর শিষ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে *ঈশ্বরের পরিবারের* মানুষ হওয়ার আহ্বান গ্রহণ করা এবং তার জীবনপথে চলা। "কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।"

তাদের সন্তানদের মধ্যে কোন একজন যদি ঐশরাজ্যের কারণে কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে উৎসর্গীকৃত জীবন অথবা যাজকীয় সেবাকর্মে প্রভুকে অনুসরণ করার আহবান পায় তবে পিতামাতার উচিত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাসহকারে সেই আহ্বানকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয়া।

(ঙ) নাগরিক সমাজে কর্তৃপক্ষের অধিকার

২২৩৪ ঈশ্বরের চতুর্থ আজ্ঞা আমাদের নির্দেশ দেয় আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে যারা সমাজে ক্ষমতা পেয়েছেন তাদের সবাইকে সম্মান করতে। যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাদের এবং যাদের উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তাদেরও কর্তব্য সম্পর্কে এই আজ্ঞাটি শিক্ষা দেয়।

নাগরিক কর্তৃপক্ষের কর্তব্য

২২৩৫ যারা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাদের উচিত সেবার মনোভাব নিয়েই তা করা। "তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে।" নৈতিকভাবে ক্ষমতার প্রয়োগকে যাচাই করা হয় এর ঐশ্বরিক উৎস, এর বিচারবুদ্ধিজাত প্রকৃতি এবং এর নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মানদণ্ড দিয়ে। কেউ মানবিক মর্যাদা এবং প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে কোন আদেশ দিতে বা তা কার্যকরী করতে পারে না।

ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মণ

সাধারণকালের ১৭তম রবিবার

১ম পাঠ: ১ রাজা ৩: ৫,৭-১২
২য় পাঠ: রোম ৮: ২৮-৩০
মঙ্গলসমাচার: মথি ১৩ :৪৪-৫২

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা সাধারণকালের ১৭ তম রবিবারের উপাসনায় আপনাদের প্রত্যেকেই খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রিয়জনেরা আজকের রবিবারটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে আমরা সাধারণ কালের ১৭তম রবিবারের পবিত্র উপাসনায় অংশ নিচ্ছি, অন্যদিকে আমরা বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস পালন করছি। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি গভীর মিল রয়েছে। আজকের সুসমাচারে যিশু বলেন, ঈশ্বরের রাজ্য লুকানো ধন ও অমূল্য মুক্তার মতো। আর আমাদের পরিবার ও মণ্ডলীর প্রবীণরাও ঈশ্বরের দেওয়া এক অমূল্য ধন। এই দু'টি বিষয় নিয়েই আমি সংক্ষিপ্ত সহভাগিতা করছি।

আজকের সুসমাচারে *(মথি ১৩: ৪৪-৫২)* যিশু ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তিনটি উপমা বলেন-মাঠে লুকানো ধন, মূল্যবান মুক্তা এবং জাল। এই তিনটি উপমার মাধ্যমে তিনি আমাদের শেখান যে, ঈশ্বরের রাজ্য এমন এক অমূল্য সম্পদ, যার জন্য প্রয়োজন হলে সবকিছু ত্যাগ করাও সার্থক। প্রথম উপমায় একজন ব্যক্তি মাঠে লুকানো ধন খুঁজে পান। আনন্দে তিনি নিজের সবকিছু বিক্রি করে সেই মাঠটি কিনে নেন। দ্বিতীয় উপমায় একজন ব্যবসায়ী অতি মূল্যবান একটি মুক্তা পেয়ে তার সব সম্পদ বিক্রি করে সেটি কিনে নেন। এই দুটি ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যিনি সত্যিই যিশুকে খুঁজে পান, তাঁর কাছে পৃথিবীর সব সম্পদ, সম্মান ও সাফল্য গৌণ হয়ে যায়। কারণ যিশুই জীবনের প্রকৃত ধন। প্রথম পাঠে *(১ রাজাবলি ৩: ৫, ৭-১২)* আমরা দেখি, রাজা সলোমন ঈশ্বরের কাছে ধন-সম্পদ বা দীর্ঘ জীবনের চেয়ে ঈশ্বরের দেয়া প্রজ্ঞাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। আবার অন্যদিকে দ্বিতীয় পাঠে *(রোমীয় ৮: ২৮-৩০)* সাধু পল আমাদের আশ্বস্ত করেন যে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য সবকিছুই শেষ পর্যন্ত মঙ্গলের জন্য কাজ করে। অর্থাৎ আমাদের জীবনে ঈশ্বর ও তার দেয়া বিধান, স্বর্গরাজ্যেই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আমরা সবাই জীবনে কিছু না কিছু খুঁজছি। কেউ অর্থের সন্ধান করি, কেউ সম্মানের, কেউ নিরাপত্তার, কেউ সুখের। কিন্তু প্রশ্ন হলো–এসব কি আমাদের হৃদয়কে সত্যিকারের শান্তি দিতে পারে?

একজন ব্যক্তি খুব ভালো চাকরি পেলেন। মোটা বেতন, সুন্দর বাড়ি, গাড়ি-সবই আছে। কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় তিনি ধীরে ধীরে রবিবারের উপাসনা ছেড়ে দিলেন, পরিবারকে সময় দিলেন না, প্রার্থনা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে তিনি সফল, কিন্তু ভিতরে অশান্ত। একদিন তিনি বুঝলেন, তিনি সবকিছু পেয়েছেন, কিন্তু যিনি সব আশীর্বাদের উৎস–ঈশ্বর–তাঁকেই হারিয়ে ফেলেছেন। আবার আরেকজন মানুষ হয়তো খুব ধনী নন। কিন্তু তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করেন, পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য পড়েন, দরিদ্রদের সাহায্য করেন এবং সততার সঙ্গে জীবনযাপন করেন। তাঁর কাছে হয়তো অনেক সম্পদ নেই, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে শান্তি আছে। কারণ তিনি জীবনের প্রকৃত ধন খুঁজে পেয়েছেন। খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, এখন নিজেকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি; আমি কি ঈশ্বরকে আমার জীবনের প্রথম স্থানে রেখেছি? অর্থ উপার্জনের জন্য আমি যত সময় দিই, প্রার্থনার জন্য কি ততটুকু সময় দিই? আমার সন্তানদের কি শুধু বাহ্যিক শিক্ষায় ব্যস্ত রাখছি, নাকি ঈশ্বরের পথেও পরিচালিত করছি? আমি কি ক্ষমা করতে, ভালোবাসতে এবং অন্যের সেবা করতে প্রস্তুত?

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আমরা সবাই জানি ঈশ্বরের প্রকৃত পথ ও স্বর্গরাজ্য খোঁজে পাওয়ার প্রকৃত পথ হলো মানুষকে ভালবাসা ও ঈশ্বরকে ভালবাসা। আজকের পৃথিবীতে আমরা নতুন প্রযুক্তি, দ্রুত পরিবর্তন এবং ব্যস্ত জীবনের মধ্যে ভালবাসতে ভুলে যাচ্ছি আরো ভুলে যাচ্ছি আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং প্রবীণদেরও। বর্তমান বাস্তবতায় তাদের খবর নেয়া তো দূরে থাক তথা কথিত আন্দোলনের নামে বয়স্কদের প্রবীণদের অপমানের যে কালচারে আমরা বড় হচ্ছি ভাবতেই ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যায়। এই দাদা দাদী ও প্রবীণরা শুধু পরিবারের সদস্য নন; তাঁরা বিশ্বাস, ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও ভালোবাসার জীবন্ত সাক্ষী।

পবিত্র বাইবেলের *লেবীয় পুস্তক* ১৯:১২ বলা আছে "তুমি বৃদ্ধ লোকের সামনে দাড়াবে, বয়স্ক ব্যক্তিকে সম্মান করবে এবং তোমার ঈশ্বরকে ভয় করবে। আমি প্রভু।" কিন্তু আমরা দেখি; আজ আমাদের সমাজে অনেক প্রবীণ মানুষ একাকীত্বে ভোগেন। কেউ সন্তানের কাছ থেকে দূরে থাকেন, কেউ অসুস্থ, কেউ মনে করেন যে তাঁদের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু খ্রিস্ট আমাদের শেখান–প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা আছে। প্রবীণদের সম্মান করা মানে শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করা নয়; এটি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসারও প্রকাশ।

প্রিয়জনেরা একটু ভেবে দেখি; ছোটবেলায় যখন আমরা হাঁটতে পারতাম না, তখন তাঁরাই আমাদের হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছেন। আজ যদি তাঁদের চলতে কষ্ট হয়, তবে তাঁদের হাত ধরা কি আমাদের কর্তব্য নয়? যখন আমরা কথা বলতে শিখিনি, তাঁরা আমাদের কথা শুনেছেন; আজ তাঁদের কথা শোনাও আমাদের ভালোবাসার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

প্রিয়জনেরা আসুন, আজ আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের জীবনে সকল দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং প্রবীণদের জন্য। তাঁদের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস, ভালোবাসা, ধৈর্য ও আশা শিখেছি। আমরা যেন তাঁদের সম্মান করি, তাঁদের পাশে থাকি এবং তাঁদের কাছ থেকে প্রজ্ঞার অমূল্য ধন গ্রহণ করি। তাই আসুন হৃদয়ে গেঁথে নিই, একদিন এই পৃথিবীর সব সম্পদ, সম্মান ও ক্ষমতা ফেলে আমাদের চলে যেতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনো শেষ হবে না। আসুন প্রার্থনা করি; প্রভু যিশু যেন আমাদের প্রত্যেককে এমন একটি জ্ঞানী হৃদয় দান করেন, যা ঈশ্বরের রাজ্যকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের প্রবীণদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে আপন করে রাখে ॥

বি, আর. ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল

জবভিসা, স্টুডেন্টভিসা, ভিজিটভিসা, ইউরোপ, অমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইন্ডিয়ান ভিসা সার্ভিস প্রদান করা হয়।

এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং

যোগাযোগ নাম্বার:

০১৩৪৫৬০৫৯৯১, ০১৭৪৬১৯৬১৯৬

বিপ্র/১৫০/২৬

প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"উপদেশ শোনো এবং শিক্ষা গ্রহণ করো, যেন শেষ বয়সে তুমি জ্ঞানী হতে পারো" *(প্রবচনমালা ১৯:২০)*।

প্রবীণরা আমাদের পরিবার ও সমাজের অমূল্য সম্পদ ও পথপ্রদর্শক। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নতুন প্রজন্মের জন্য অমূল্যধন। তাঁদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ত্যাগ ও আদর্শ আমাদের সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। তাঁরা আমাদের শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ও জীবনের নানা শিক্ষা দিয়ে প্রেরণা যুগিয়ে থাকেন। তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। বয়স বাড়ার সাথে অনেক প্রবীণেরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং মানসিকভাবে একাকীত্ব অনুভব করেন। এ সময়ে তাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পরিবারের সদস্যদের যত্ন, সম্মান, কথা শোনা, সময় দেওয়া, পাশে দাঁড়ানো, তাদের মতামতের মূল্য দেওয়া, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ইত্যাদি। আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধও প্রবীণদের সম্মান করতে ও ভালোবাসা দেখাতে শিক্ষা দেয়। যে পরিবারে প্রবীণদের সম্মান করা হয়, সেখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মানবোধ, শান্তি ও ঐক্য বজায় থাকে। অন্যদিকে প্রবীণদের প্রতি অবহেলা করা শুধু মানবিকতার পরিপন্থী নয়, বরং সমাজের জন্যও ক্ষতিকর। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে, "তারুণ্যের জয় হোক, কিন্তু প্রবীণের আলো চিরকাল পথ দেখাবে।"

যিশু সবসময় ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা অনুসারে পিতা-মাতা বা প্রবীণদের সম্মান করা প্রতিটি সন্তানের পবিত্র দায়িত্ব। পবিত্র বাইবেল আমাদের বার বার শিক্ষা দিয়ে বলে যে, "প্রবীণদের সামনে মাথা নত কর ও তাদের প্রজ্ঞার প্রতি সম্মান দেখাও।" চীন দেশের এক দার্শনিক বলেছেন যে, "জ্ঞানের শুরু প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে। তরুণদের উচিত তাদের জ্ঞানের প্রজ্ঞাকে জীবনের পাথেয় করা।" *যাত্রাপুস্তক* ২০:১২ পদে দেখি যে, "তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান করো, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন সেই দেশে তোমার আয়ু দীর্ঘ হয়।" প্রবীণদের সম্মান করা যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার পাশাপাশি তাদের পরামর্শ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করা প্রতিটি মানুষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বড় পরিচয় হবে, প্রবীণদের যত্ন নেওয়া, সময় দেওয়া ও তাদের পাশে থাকা। যিশু ও মণ্ডলীর শিক্ষাও তাই, আমরা যেন প্রবীণদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও দায়িত্ব পালনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেই। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করি ও বিশ্বাস রাখি। ডেল কর্নেগি, আমেরিকার এক লেখক বলেছেন যে, "প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করুন, কারণ তারা সেই পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন যা আপনাকে অতিক্রম করতে হবে।" প্রবীণেরা যা বলেন ও নির্দেশ প্রদান কারেন তা, তাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞার ফল, যা সর্বদা বাস্তব ও সত্য। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা যারা কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তারা কখনই ব্যর্থ হয় না। নেলসন ম্যান্ডেলা, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, "একটি সমাজের আত্মা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়, সে সমাজ তার শিশুদের এবং প্রবীণদের কীভাবে আচরণ করে তার মাধ্যমে।" প্রবীণদের ভালো থাকা, সুস্থ্য থাকা ও প্রাণবন্ত রাখা নির্ভর করে আমাদের দেখাশুনা, যত্ন, ও ভালোবাসার উপর। জর্জ বার্ণাড, আইরিশ নাট্যকার সত্যি কথা বলেছেন যে, "আমরা বুড়ো হই বলে খেলাধুলা বন্ধ করি না, বরং খেলাধুলা বন্ধ করে দিই বলেই বুড়ো হয়ে যাই। প্রবীণদের উদ্যম আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণা।" মাদার তেরেসা বার বার আমাদের প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন যেন আমরা প্রবীণদের শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি ও যত্ন করি। তিনি তাই বলেছেন যে, একাকীত্ব এবং পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি সবচেয়ে বড় দারিদ্র। আমাদের প্রবীণরা যেন এই যন্ত্রণায় না ভোগেন, তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। প্রবীণেরা আমাদের প্রেরণা ও শক্তি-সাহস যুগিয়ে থাকেন তাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা আলোকে। এর উদাহরণ পাই লেবীয় পুস্তকে: ১৯:৩২ পদে, "তোমরা কেশপক্ক ব্যক্তির (প্রবীণ) সামনে উঠে দাঁড়াবে, বৃদ্ধ লোকের সম্মান দেখাবে এবং তোমাদের ঈশ্বরকে ভয় করবে, আমিই সদাপ্রভু।" যিশু অন্যভাবে এই কথাটি বলেছেন যে, "হে সন্তানেরা, প্রভুতে আপন আপন পিতা-মাতা পূজা বা বাধ্য হও, কারণ এটাই ন্যায়সঙ্গত" *(এফেসীয় ৬১:১)*। *১ তিমথী ৫:১-১* পদে দেখি, "কোন বৃদ্ধ লোককে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করো না, বরং তাকে পিতার মতো বিবেচনা করে বোঝাও এবং বৃদ্ধাদের মাতার মতো এবং তরুণীদের বোনের মতো সম্পূর্ণ পবিত্রাতার সঙ্গে বিবেচনা করে।" *যোব* ১২:১২ পদে দেখি যিশু বলেছেন যে, "প্রবীণদের মধ্যেই তো প্রজ্ঞা থাকে এবং দীর্ঘায়ুতেই তো বুদ্ধি আসে।" প্রবীণরা আমাদের সমাজের জীবন্ত ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন শুধু আমাদের নৈতিক দায়িত্ব নয় বরং মানবিক মূল্যবোধের অন্যতম প্রকাশ। তাদের অতীত ও অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বর্তমান সমাজকে তাদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

একটি বহুতলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তুর যেমন ওপরের তলায় ভার বহন করে, তেমনি একটি পরিবার ও সমাজের মূল ভিত্তি হলেন প্রবীণরা। জীবনের দীর্ঘ পথ চলায় তারা নিজেদের শ্রম, মেধা ও ঘাম দিয়ে পরিবার ও সমাজকে আজকের এই অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। বার্ধক্য জীবনের একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়া। এ বয়সে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরিবারের সবার একটু ভালোবাসা ও সঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। প্রবীণরা হলেন জ্ঞানের একটি প্রবাহমান ধারা। তাদের তারুণ্যের শক্তি ও যৌবনের কর্মচাঞ্চল্য দিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্র আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দূরদর্শিতা তরুণ প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। জীবনের যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে প্রবীণদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তাই প্রবীণদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য আমাদের কিছু দায়িত্ব পালন করা উচিত যেমন, প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হওয়া, সময় দেওয়া, তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা ও যত্ন নেওয়া, তাঁদের পরামর্শ নেওয়া ও পারিবারিক বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া এবং বিভিন্নভাবে তাঁদের পাশে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলতে চাই যে, "আজকের তরুণ ও নবীনরাই আগামী দিনের প্রবীণ।" আমরা প্রবীণদের প্রতি যেমন আচারণ করব ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের কাছ থেকেও ঠিক তেমনই আচরণের প্রত্যাশা করতে

(বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন...)

প্রবীণদের জীবন নিয়ে কতিপয় ভাবনা : যত্ন নেবার তাগিদ

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধদের প্রতি সংবেদনশীল এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব দিতে, প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, সাধু যোয়াকিম ও আন্নার স্মরণদিবসে (২৬ জুলাই), জুলাই মাসের ৪র্থ রবিবার, বিশ্ব দাদা দাদী, ঠাকুরমা, নানা-নানী ও প্রবীণদের দিবস (World Day for Grandparents and the Elderly) প্রতিষ্ঠা করেন প্রবীণ ব্যক্তিগণ বটবৃক্ষের ন্যায় পরিবারকে ছায়া দেয়। খ্রিস্টীয় নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাস তারা শিক্ষা দেন। যাপিত জীবনে অধিকাংশ দাদা ঠাকুরমা, নানা-নানীরা অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং বৈষম্যের শিকার। প্রবীণদের সমাজের বোঝা মনে করার মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

প্রবীণদের গুরুত্ব ও সুরক্ষায় পবিত্র বাইবেল

প্রবীণত্ব বা বার্ধক্য প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। অনেকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতার স্বীকার হয়ে জীবনের স্বাদ হারিয়ে ফেলছে। তাদের জীবনের শেষভাগ যেন সফল স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আপনজনদের সান্নিধ্যে কাটে তা নিশ্চিত করতে, যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, তাদের প্রতি উদাসীনতা, অবহেলা না করতে বাইবেল বলে, "আমার এই বৃদ্ধ বয়সে, ওগো, দূরে ঠেলে দিও না আমায়; ক্রমে শক্তিহীন আমি; আমায় একলা ছেড়ে যেয়ো না কো দূরে!" *(সাম ৭১:৯)*। সামসঙ্গীত রচয়িতার এই আকুল আকুতি আজ আকাশে বাতাসে নীরবে নিভৃতে কাঁদছে।

পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বিষয়ে বাইবেল যা বলে, "পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পিতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘজীবী হবে, বৎস আমার বৃদ্ধ পিতার সেবা যত্ন করো" *(সিরাখ ৩:১-১৬)*। "মনে রেখো, তাঁরাই তো জগতে এনেছেন তোমায়, তোমার জন্যে যা করেছেন তাঁরা সেই ঋণ কি তুমি শোধ করতে পারবে" *(সিরাক ৭: ২৮)*। পবিত্র শাস্ত্র বলে, "বৃদ্ধ বয়সেও তারা ফল দান করে" *(সাম ৯২:১৫)*। বয়োবৃদ্ধরা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যানিকেতন হয়ে ওঠে, তারা হস্তান্তর করতে পারে মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য, এভাবে তারা কামনা করে অন্যদের মঙ্গল। সাধু পল বলেন, "তোমার সেই আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের কথা বার বার মনে পড়ে; এই একই ধর্মবিশ্বাস প্রথমে জেগেছিল তোমার দিদিমা লোইস ও তোমার মা ইউনিসের অন্তরে; আর এখন তা তোমার নিজের অন্তরেও যে রয়েছে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই" *(২য় তিমথী ১:৫)*। "বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান দেখাবে, যখন তাঁরা ঘরে ঢোকেন উঠে দাঁড়াবে" *(লেবীয় ১৯:৩২)*।

প্রবীণ সমাজের সেবা যত্নে আমাদের করণীয়: রোগ-যন্ত্রণায় কাতর প্রবীণদের প্রতি আমরা কতটা সংবেদনশীল! বর্তমানে বিভিন্ন কারণে যেমন পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, প্রবীণরা মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে এবং বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। প্রবীণ সমাজে সেবা যত্ন সুরক্ষা করবে কে? সমাজে দাদা-দাদী, ঠাকুর মা, নানা-নানীদের করুণ হাল বিরাজমান। অনেক অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আজ হাসপাতালে, বৃদ্ধাশ্রমে হীন অবস্থায় সেবা যত্নের দরিদ্রতায় অসহায় অবস্থায় রয়েছে। কী যন্ত্রণাময়, দুর্বিসহ ও হতাশাপূর্ণ জীবনগাঁথা। মানুষ যখন তাদেরকে হৃদয় থেকে দূরে রাখে, তাদের পাশ কাটিয়ে চলে-তা বুঝে তারা কষ্ট পায়; অনেকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। ওরা যেন অসীম সমুদ্রে অথবা বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপে নির্বাসিত নিঃসঙ্গ বাসিন্দা।

অসুস্থ প্রবীণদের প্রতি আমাদের দায়দায়িত্ব কতটুকু তা নিয়ে অনুধ্যান করা উচিত। তাদের পাশে দরদী মন নিয়ে দাঁড়ানো ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা উচিত। পীড়িত দাদা-দাদী, নানা-নানী আমাদের করুণার পাত্র-পাত্রী নন। তাদের উপস্থিতির মধ্যেই আমরা খ্রিস্টকে দেখি। তাদের সেবা করার মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টকে সেবা করছি। তারাই আমাদের সুযোগ করে দিচ্ছেন ঈশ্বরের অফুরান কৃপাশীর্বাদ লাভের জন্য। তাদের যে ধৈর্য শক্তি, সহনশীলতা আছে তা আমাদের অনেকেরই নেই। আন্তরিক দরদ আর সহমর্মিতার ছোঁয়া তাদের শারীরিক, মানসিক ব্যথাবেদনা বা অসুস্থতার উপশম এনে দিতে পারে। পীড়িত প্রবীণসমাজের বেলায় সেবা হচ্ছে অমৃত পরশ, স্বর্গীয় শান্তির প্রলেপ।

দাদা-দাদী, নানা-নানীদের সেবাকাজের দ্বারা উৎকৃষ্টমানের খ্রিস্টীয় সাক্ষ্য তুলে ধরতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। শাস্ত্র বাণীতে রোগীদের সেবার সুর অনুরণিত হয়েছে। "যার দায়িত্ব সেবা করার সে যেন পরমেশ্বরের দেওয়া শক্তির উপর নির্ভর করেই সেবা করে চলে, যাতে সব কিছুতেই পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ পেতে পারে" *(১ পিতর ৪:১১)*। যারা রোগীর সেবা পরিচর্যায় নিয়োজিত তারা একদিন প্রভু যিশুর কণ্ঠে এই সম্বোধনটি শুনবেনই, "এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমার নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর" *(মথি ২৫: ৩৪)*।

ধ্যানে ও অনুভূতিতে 'দয়াময় জীবন': দয়ায় সিক্ত করব আমাদের হৃদয়। "আমি তো বলিদান নয় দয়াই চাই" *(হোসেয়া ৬:৬, মথি ৯:১৩)*। আমরা যেন প্রবীণ সমাজের প্রতি দয়া প্রদর্শন করি। আমাদের যাপিত জীবন যেন হয়ে উঠে দয়ার সাক্ষ্যদান।

সিনোডাল মণ্ডলীর বাস্তবায়নে প্রবীনদের যত্ন: সিনডীয় মণ্ডলী স্মরণ করিয়ে দেয় বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা। মণ্ডলীর কাজ হলো ভ্রাতৃপ্রেম এবং সংবেদনশীল সহানুভূতি নিয়ে মানুষের অভাব-অনটন অনুধাবন করা, তাদের সহায়তাদান করা ও উন্নতি বিধান করা *(মঙ্গলবার্তার আনন্দ, অনুচ্ছেদ নং ১৭৯)*। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "সুতরাং, আমাদের কাছে দাবী হচ্ছে বিনম্রভাবে সহানভূতিসহ মনোযোগ দিয়ে দীনদরিদ্রদের আর্তনাদ শোনা ও তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। দয়ালু পিতা পরমেশ্বর দরিদ্রদের কান্নায় কর্ণপাত করতে কতইনা আগ্রহী।" মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি: তাদের দুঃখকষ্টের কথা আমি সত্যিই জানি! তাদের উদ্ধার করার জন্য আমি নেমে এসেছি ... আমি তোমাকে প্রেরণ করব" *(যাত্রা ৩: ৭-৮, ১০)*। *(মঙ্গলবার্তার আনন্দ, অনুচ্ছেদ নং ১৮৭)*।

মঙ্গলবাণী ঘোষণায় নবজাগরণে প্রবীণ সমাজের পালকীয় যত্নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। হত দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের বিষয়ে মণ্ডলী চিন্তা করলে বাণী ঘোষণার নব জাগরণ ঘটবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নানা সমস্যা ও সংকটের কথা বিবেচনা করে মণ্ডলী তার পালকীয় যত্নে তাদের যুক্ত করেছেন যা সময়োপযোগী। কোন কোন ধর্মপল্লী দরিদ্র প্রবীণ-প্রবীণাদের মাসিক ভাতা প্রদান করে।

(বাকি অংশ ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন...)

প্রবীণদের প্রতি অবহেলা নয় যত্নের সংস্কৃতি গড়ি

ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জানুয়ারি সকল দাদা-দাদি ও নানা-নানি এবং প্রবীণদের সম্মানে একটি নতুন দিবস ঘোষণা করেন তা হল বিশ্ব প্রবীণ দিবস। প্রতি বছর জুলাই মাসের চতুর্থ রবিবারে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর ২৬ জুলাই পালিত হবে বিশ্ব প্রবীণ বা দাদা-দাদি দিবস। পুণ্যপিতা পোপ প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এ বছরও পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে বাণী রাখেন। তিনি বিশ্ব প্রবীণ দিবসে বলেন, আমরা যেন দাদা-দাদি ও নানা-নানি তথা প্রবীণদের সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাদের প্রতি যত্নশীল হই, ভালোবাসি, যেন তারা নিজেদেরকে পরিবারের একজন বোঝা মনে না করেন। বিশেষভাবে তিনি যুবক-যুবতীদের বলেন তারা যেন পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি বা প্রতিবেশী কোন প্রবীণদের ভুলে না যায়, তারা যেন প্রবক্তা ইসাইয়ার মত বলতে পারে, "আমি তোমাকে ভুলবো না" *(ইসাইয়া ৪৯:১৫ পদ)*। এ বছর তিনি প্রবীণ দিবসটিতে প্রত্যেকজনকে প্রবীণদের জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান করেন, যেন প্রবীণগণ সন্তানদের দ্বারা অবহেলিত না হন, কষ্ট না পান। পরিবারে তারা যে অবদান রেখেছেন তা যেন ভুলে না যায়। বর্তমান বাস্তবতায় অনেক প্রবীণদের পরিবারে ও সমাজে বোঝা মনে করা হয়, তারা নানাভাবে অবহেলিত, নিগৃহীত ও নির্যাতিত। তাই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন, প্রবীণরা নিজেদেরকে যেন বোঝা মনে না করেন তারা যেন অভিজ্ঞতার ও জ্ঞান আমাদের চলার সঠিক পথ দেখায়।

আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখবো আজ আমরা যাদেরকে পরিবারে বোঝা বলে মনে করি তারা কিন্তু আমাদের শিকড়। কারণ তাদের মধ্য দিয়েই এই সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের আগমন। আমরা হলাম তাদের ভালোবাসার প্রিয় সন্তান। তাই প্রত্যেক সন্তানের জীবনে বৃদ্ধ-প্রবীণ পিতামাতা বা দাদা-দাদীর ভূমিকা অতুলনীয়। তাই তাদের ভালোবাসার সাথে পৃথিবীর আর অন্য কিছুর তুলনা করা যায় না। সন্তান গর্ভে আগমন থেকে শুরু করে একজন মা কত স্বপ্ন নিয়ে মাতৃ-জঠরে সন্তানকে বড় করে তোলে, এমনকি সন্তানের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য একজন মা অনেক সচেতন থাকে। পিতামাতা দু'জনই সযত্নে সন্তানকে লালন পালন করে থাকে, যেখানে থাকে হৃদয়ের ভালোবাসা স্নেহ মায়া-মমতা। সন্তানকে লালন পালন করতে পিতামাতার নিজের কষ্ট হলেও সন্তানকে সেই কষ্টের বিন্দুমাত্র স্পর্শ পেতে দেয় না। এভাবেই একজন সন্তানের জীবনে শিক্ষা ও মূল্যবোধের গঠন দিয়ে একজন ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রত্যেক পিতামাতার প্রত্যাশা থাকে তাদের সন্তান একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের মুখ উজ্জ্বল করবে, তাদের শেষ জীবনে অবলম্বন হবে। সন্তানের জীবনে চলার পথে পিতামাতাগণ সব সময় অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও শক্তি যুগিয়ে থাকে। পিতামাতা বা প্রবীণগণ হলেন সন্তানের জীবনের বটবৃক্ষের ছায়ার মত, যেকোন বিপদ-আপদে, দুঃখ-শোকে, ঝুঁকি ও সমস্যা মোকাবিলায় পিতামাতার ছায়ার মত তাদেরকে আগলে রাখে। অনেক সময় সন্তানের ভালোর জন্য তারা নিজের সর্বস্ব উজার করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

আজ হয়তো তারা বয়সের ভারে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, কোন কাজ করতে পারে না কিন্তু এই প্রবীণগণই একদিন আমাদের মতো তরুণ ছিলেন, জীবনে অনেক ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংসারের দায়িত্ব পালন করেছেন, সন্তানদের মানুষ করেছেন। নিজের জীবনে শত কষ্ট হলেও সন্তানের ভালোবাসা ও যত্নে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় অনেক সময় সন্তানেরা এই ভালোবাসা অন্তর নিয়ে উপলব্ধি করে না। ভুলে যায় পিতামাতা, প্রবীণ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ব! আসলে বর্তমান সমাজে এই চিত্র খুবই দৃশ্যমান। একজন সন্তান যখন বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভুলে যায় সেই জন্মদাত্রী পিতামাতাকে। আমরা সমাজ বাস্তবতায় অনেক ঘটনাই দেখি যা একান্তই কাম্য নয় কিন্তু প্রতিনিয়ত তা ঘটে যাচ্ছে। আসলে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কি! কঠিন হলেও সত্য অনেক সন্তান আছে যারা এই দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলে, ভুলে যায় সেই শিকড়কে কিছু প্রতিযোগিতার নামে শিকড়ের সন্ধানে। প্রতিনিয়ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেই অর্থ-সম্পদ উপার্জনে, সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার আসন পেতে। তাই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বর্তমান জগতে প্রবীণদের একাকিত্ব, অবহেলা-কষ্ট অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। আর তিনি তাদের মর্যাদা ও সম্মান জানিয়ে এই প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন শুরু করেন এবং প্রবীণদের প্রতি আরও বেশি দায়িত্বশীল, যত্নশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে আমাদের আহ্বান করেন। একইভাবে আমাদের বর্তমান পোপ চর্তুদশ লিও আহ্বান করেন, আমরা যেন তাদের ভুলে না যাই ঠিক যেমন ঈশ্বর কখনো আমাদের ভুলেন না।

আধুনিকতা, প্রযুক্তির প্রভাব, উন্নত জীবনযাত্রার মান আর সামাজিক প্রতিপত্তি যাই বলি না কেন এগুলো আমাদের জীবনকে অনেক সময় আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে। ছেলেমেয়েরা হারিয়ে ফেলছে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। সন্তান নিজের স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক আরাম আয়েশে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে অট্টালিকায় আর পিতামাতা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মানুষের কাছে হাত পেতে নিজের জীবন নির্বাহের জন্য সংগ্রাম করছে! অনেক সময় আবার দেখা যায় পিতামাতাকে বা বয়স্ক-প্রবীণকে সন্তান নিজের বাড়িতে রাখছে একজন কাজের মানুষ হিসেবে। আসলে সামাজিক মূল্যবোধের অভাবেই আজ এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সন্তান আজ বিত্তশালী হয়েছে, ভুলে গিয়েছে বৃদ্ধ পিতামাতার কথা! আমরা বর্তমানে মোবাইলে বা টেলিভিশনে এই ধরনের অনেক ভিডিও দেখি সন্তানের কাছে পিতামাতা বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দাদা-দাদি কত অবহেলিত হচ্ছে কিন্তু বাস্তবেও তা অনেকাংশেই ঘটছে আমাদের পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে।

একবার একটি পরিবারে একজন বয়স্ক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলাম। আর আমি সেখানে গিয়ে অনেকটা হতভম্ব হয়ে গেলাম! কিভাবে একজন বৃদ্ধ বাবাকে সন্তানেরা একটি জীর্ণশীর্ণ ঘরে বারান্দায় শুইয়ে রেখেছে। পরিবারে ছেলে, বৌমা ও নাতি-পুতিরা সবাই ভাল ঘরে থাকছে অথচ অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে রাখছে পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দায়। শীতে থর থর করে কাঁপছে! আমি শুধু ঐ বৃদ্ধ বাবার ছেলেকে বললাম, আসলে এটা মানবিক না! আপনার বাবা আপনাকে কত কষ্ট করে মানুষ করেছে; আজ তার প্রতিদান এভাবে দিচ্ছেন? তখন ছেলেটি বলল, বাবাকে আমরা নিয়মিত খাবার দেই এর চেয়ে আর কি করবো! তিনি এখন বয়স্ক, বিছানা থেকে উঠতে পারে না, দুর্গন্ধ বের হয় তাই আমরা আলাদা রেখেছি বাবাকে। কথাটা শুনে খুবই খারাপ লাগলো। এই বৃদ্ধ বাবার শরীর থেকে গন্ধ বের হয় তাই দূরে রেখেছে। অথচ এই বাবাই সন্তান যখন ছোট ছিল কত যত্ন করে বড় করে তুলেছে। এর ঠিক কিছুদিন পরই ঐ বৃদ্ধ বাবা মারা যায়। আর ছেলেটি কিছুদিন পর আমার কাছে এসে বলল, ফাদার আমি সত্যিই অনুতপ্ত বাবার

প্রতি আমি দায়িত্ব পালন করতে পারি নি। আজ আমাকে বাবার প্রতি এই উদাসীনতা খুব কষ্ট দিচ্ছে। বাবার জন্য আমি আরও অনেক কিছু করতে পারতাম কিন্তু করিনি। আজ আমার বাবা নেই, এটা ভেবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। পরে আমি বললাম, এখন আর বলে লাভ কি! নিজের সন্তানকে ভাল শিক্ষা দিন যাতে পিতামাতা, গুরুজন ও প্রবীণদের প্রতি সম্মান করতে শেখান যেন ভবিষ্যতে আপনার জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতি না আসে। এটি একটি সত্য ঘটনা। ছেলেটি বাবার প্রতি দায়িত্ব পালনে উদাসীন ছিল ঠিক যেন বাইবেলের সেই গরীব লাসার ও ধনী ব্যক্তির মতো। যেখানে লাসারকে ধনী লোকটি সামর্থ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অবহেলা করেছে। আর ধনী লোকটির এই উদাসীনতার কারণেই ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছেন আর লাসারকে দিয়েছেন পুরস্কার। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "আমরা যেন প্রবীণদের অবহেলা না করি বরং তাদেরকে যত্ন করার সংস্কৃতি গড়ে তুলি। আমরা যেন তাদের প্রতি যত্নশীল হই, নিঃসঙ্গতা দূর করি, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জ্ঞানের কথা শুনি যেন জীবনে ভাল কিছু করতে পারি।"

প্রতিদিন আমাদের বাস্তব জীবনে এই ধরনের অনেক ঘটনা বা চিত্র দেখি। বয়স্ক-প্রবীণদের প্রতি আমরা উদাসীন, অবহেলা করি, অযত্ন করি। এটাই কি সন্তান হিসেবে আমার দায়িত্ববোধ! তাই প্রত্যেক সন্তানকেই আজ বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা উচিৎ পিতামাতা, বৃদ্ধ-প্রবীণদের প্রতি আসলে কে, কিভাবে দায়িত্ব পালন করছি! সন্তানদের কাছে পরিবারের বৃদ্ধ-পিতামাতা ও প্রবীণদের প্রত্যাশা কিন্তু খুব বেশি কিছু নয় শুধু শেষ জীবনে অবলম্বন হিসেবে সন্তানের ভালোবাসা ও সাহচর্য চাওয়া। যে পিতামাতা তিলে তিলে সন্তানকে লালন পালন করে বড় করে তুলেছে সেই সন্তান কি এইটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে না? তাই, সন্তান হিসেবে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও যত্নের যেন কখনো অবহেলা না করি, বরং দায়িত্ববোধের সাথে তা যথাযথ পালন করি। ৯

(৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

মানুষ যেন হয়ে যাচ্ছে ভোগ্যপণ্য, যাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজন শেষ হলে ফেলে দেওয়া হয়। দীনদরিদ্রদের আর্তনাদ দিন দিন হৃদয়বিদারক হয়ে উঠছে। "আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া" র এক সংস্কৃতি গড়ে তুলছি ("মঙ্গলবার্তার আনন্দ", অনুচ্ছেদ ৫৩)। আমাদের ছুঁড়ে ফেলার দেয়ার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ/লড়াই করতে হবে। প্রবীণ সমাজকে যেন ছুড়ে ফেলে না দেই।

উপসংহার: প্রবীণ-প্রবীণাদের জীবন ধ্যান এবং আমাদের পালকীয় ভাবনা কী? প্রবীণ সমাজ পালকীয় যত্নের আকাঙ্ক্ষী। পারিবারিক জীবনে তাদের অবস্থা বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগজনক। প্রযুক্তি যুগে দাদা-দাদী, নানা-নানীদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। তাদের জীবনের আনন্দগুলো যেন বিবর্ণ ও মলিন হয়ে যাচ্ছে। "আমি তাদের জন্য এমন পালকদের উদ্ভব ঘটাব যারা তাদের চরাবে, যেন তাদের আর ভীত বা নিরাশ না হতে হয়; তাদের একটাও হারানো থাকবে না" *(যেরেমিয়া ২৩: ৪)*। যিশু অন্তরে লোকদের প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করতেন: কারণ তারা ছিল ক্লিষ্ট অবসন্ন যেন পালক বিহীন মেষেরই মত *(মথি ৯:৩-৩৬)*। "সুস্থ সবল যারা, তাদের তো চিকিৎসকের কোন প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন হয় তাদেরই, ব্যধিগ্রস্ত যারা!" *(মথি ২:১৭)*। শাস্ত্রের এই কথাগুলো বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি দরদী ও মনোযোগী হতে আমাদের কাছে আমন্ত্রণ জানায়। দাদা-দাদি নানা-নানি দিবস আমাদের জন্য হয়ে উঠুক চেতনার দিন, উপলব্ধির দিন, নিজেকে প্রশ্ন করার দিন। অন্তরের অনুভূতি হোক "দয়ার মুখচ্ছবি" হওয়া।

তথ্যসূত্র: পোপ ফ্রান্সিসের ধর্মোপদেশ বর্তমান বিশ্বে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা" ***"মঙ্গলবার্তার আনন্দ"*** (২৪ নভে, ২০১৩)

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪
নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রিঃ,
পূণ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রী:।
গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

নোটিশ প্রদানের তারিখঃ ১৯ জুলাই, ২০২৬ খ্রিঃ

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০২৫ খ্রিঃ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)
তারিখ: ১৪ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিঃ রোজ শুক্রবার
সময় : সকাল ৯:৩০ মিনিট
স্থান: শহীদ ফাদার ইভান্স স্মৃতি মিলনায়তন।

এতদ্বারা গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সম্মানিত সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৪ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৯:৩০ মিনিট হতে গোল্লা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গীর্জা প্রাঙ্গণে অত্র সমিতির ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যদের উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে -

মি. ডানিয়েল রোজারিও
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

মি. ভিক্টর গমেজ
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ১৯৬৬ খ্রীঃ, রেজি নং - ১১/৯৪
নিবন্ধন নং-১৫, তারিখ: ০১/০২/১৯৯৪ খ্রিঃ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-৩৯, তারিখ: ২২/০৭/২০১২ খ্রিঃ,
পূণ; সংশোধিত নিবন্ধন নং-০৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২৩ খ্রী:।
গ্রাম: বড়গোল্লা, ডাকঘর: গোবিন্দপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: ঢাকা।

তারিখ: ১৯/০৭/২০২৬ খ্রীষ্টাব্দ

নির্বাচনী তফসীল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সকল সম্মানিত সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, আগামী ২৮ আগস্ট, ২০২৬ খ্রীষ্টাব্দ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল জারি করেছে। আগামী ২৮/০৭/২০২৬খ্রি: ও ২৯/০৭/২০২৬খ্রি: দুপুর ১২:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে মনোনয়ন পত্র বিতরন করা হবে। আগামী ০৩/০৮/২০২৬খ্রি: ও ০৪/০৮/২০২৬খ্রি: দুপুর ১২:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে নির্বাচন কমিটির নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে হবে। এছাড়া বিস্তারিত তথ্যের জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

অনুরোধক্রমে,
মোঃ নূর-এ-এলাহী
সভাপতি
নির্বাচন কমিটি/২০২৬
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
ও উপজেলা সমবায় অফিসার
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৫১/২৬

আলোকবর্তিকা সমবায়ঃ স্বাবলম্বিতা অর্জনের পথনির্দেশক

আগষ্টিন প্রতাপ গমেজ

ভূমিকা: বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেবল ব্যক্তিভিত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন বেশ চ্যালেঞ্জিং। এই কঠিন বাস্তবতা অতিক্রম করে যৌথ শক্তি ও সংহতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সমবায় ভাবনা। "দশের লাঠি একের বোঝা" বাস্তব ও চিরন্তন এই সত্যকে ধারণ করেই সমবায়ের পথচলা শুরু। সমবায় হলো সম্মিলিত শক্তির এমন এক আলোকবর্তিকা, যা একজন ব্যক্তির সীমাবদ্ধতাকে দূর করে সকলের প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধির পথ দেখায়। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং স্বাবলম্বিতা অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর ও গণতান্ত্রিক মাধ্যম হলো সমবায় সমিতি। বিশ্বে অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষাকল্পে এবং দারিদ্র বিমোচনে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে সমবায় একটি অনন্য পথনির্দেশক।

সমবায়ের মূল দর্শন ও লক্ষ্য: সমবায় সমিতির প্রধানতম লক্ষ্য হলো একতা, সমতা সমুন্নত রেখে সমাজের সাধারণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রসার বৃদ্ধি করা। এককভাবে যে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব, সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিত শক্তিতে তা সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে উঠে। সমবায় আমাদের দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং বেকারত্ব দূরীকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখে। সমিতির দেওয়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফলে সদস্যগণ পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে আত্মনির্ভরশীলতায় স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার শক্তি পায়। বর্তমান সময়ে সমবায় কেবল অর্থ সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সদস্যদের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মূল লক্ষ্য হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বাবলম্বিতা অর্জনে সমবায়ের ভূমিকা: সমবায় সমিতি সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে একটি বড় তহবিল বা মূলধন গঠন করে। এই তহবিল থেকে পরবর্তীতে সদস্যদের অত্যন্ত সহজ শর্তে, কম সুদে ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। এর ফলে সদস্যরা কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা বা কুটির শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ পায়, যা গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি সচল ও মজবুত রাখতে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা হয়। দেশের প্রান্তিক কৃষকেরা সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি, বীজ ও সার সহজে সংগ্রহ করতে পারছেন। এমনকি মধ্যস্বত্বভোগীদের দালালি দূর করে ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সমবায় বড় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন সনাতন সমাজে প্রান্তিক মানুষেরা প্রায়শই স্থানীয় মহাজন এবং মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের শোষণের শিকার হতো। মহাজনদের চড়া সুদের ফাঁদ এবং দালালদের সিন্ডিকেটের কারণে উৎপাদকরা তাদের পণ্যের সঠিক মূল্য পেতো না। সমবায় সমিতি সদস্যদের এই চক্র থেকে রক্ষা করেছে। সমবায় কেবল অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যম নয়, এটি সামাজিক সংহতি ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির এক কার্যকর হাতিয়ার।

স্বাবলম্বিতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা: সমবায় অধিদপ্তর প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন সমবায় সমিতিগুলোর আইনি নিবন্ধন দিয়ে এবং সমবায় আইন অনুযায়ী তাদের উপ-আইন অনুমোদন করে থাকে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী ও আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত করতে সমবায় অধিদপ্তর প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর গ্রামীণ ও শহরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক ও বেকার যুবসমাজকে সমবায় সমিতির আওতায় এনে বৈধ আইনি নিবন্ধন ও প্রাতিষ্ঠানিকরূপে সহযোগিতা করে থাকেন। জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত করে একটি বৃহৎ মূলধন গঠনে অধিদপ্তর সরাসরি দিকনির্দেশনা দেয়, যা সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এছাড়াও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির মাধ্যমে সমবায়ীদের আধুনিক চাষাবাদ, গবাদি পশু পালন ও তথপ্রযুক্তির মতো বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্ত করা হয়। প্রতি বছর বাধ্যতামূলক অডিট ও নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে সদস্যদের আমানতের সুরক্ষা ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সমবায় অধিদপ্তর দেশে আত্মনির্ভশীল সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সমবায় সমিতিতে নিয়মিত সাধারণ সভা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করে। এটি সমাজে পারস্পরিক একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক চমৎকার পরিবেশ তৈরি করে। ফলশ্রুতিতে, সমবায় সমিতির সদস্যদের মূল করণীয় ও দায়িত্ব প্রতিটি সদস্যের জানা ও অধিকার প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যকীয়।

সাধারণ সভা ও কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ: একটি সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একজন সদস্যের কথা বলা, জানা বা যুক্তিসঙ্গত অভাব-অভিযোগ উপস্থাপন করার অধিকার আদায়ের দিন হলো সাধারণ সভার দিনে। তাই প্রতিটি সদস্যের মূল দায়িত্ব হলো বার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। সভায় উপস্থিত হয়ে শুধু নীরব দর্শক থাকা নয়, বরং সমিতির বাজেট, অডিট রিপোর্ট এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা উচিত। সদস্যদের নিজস্ব মতামত ও স্বাধীন ভোট প্রদানের মাধ্যমেই সমিতির সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সক্রিয় অংশগ্রহণ কমিটিতে দায়িত্বরত ব্যক্তিগণ জবাবদিহিতার আওতায় থেকে সচেতন থাকেন এবং একনায়কতন্ত্র মনোভাব রোধ করে।

নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক ভিত্তি মজবুত করা: একটি সমবায় সমিতির মূল চালিকাশক্তি হলো এর নিজস্ব অর্থনৈতিক তহবিল। প্রত্যেক সদস্যকে সমিতির নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করতে হয়। এর পাশাপাশি সমিতির শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে নিজস্ব মালিকানা ও মূলধন বৃদ্ধি করতে হয়। সদস্যদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমার মাধ্যমেই সমিতি একটি বড় মূলধন গঠন করে। এই তহবিল অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর না করে স্বাবলম্বীভাবে সদস্যদের ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

সমিতির উপ-আইন ও সমবায় সমিতির নীতিমালা অনুসরণ : প্রতিটি সমবায় সমিতি সরকারি সমবায় আইন (যেমন : বাংলাদেশে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও বিধিমালা, ২০০৪) এবং সমিতির নিজস্ব অনুমোদিত 'উপ-আইন' (By-laws) দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল আইনগুলো প্রতিটি সদস্যদের জানা এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলা অপরিহার্য। ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করা, সমিতির নিয়ম ভঙ্গ না করা এবং বে-আইনি কোনো আর্থিক লেনদেনে জড়িত না হওয়া এর অন্তর্ভুক্ত। নিয়ম মেনে চললে সমিতিতে কোনো আইনি জটিলতা তৈরি হয় না এবং সরকারি অডিটে কোনো অনিয়ম ধরা পড়ে না।

নেতৃত্ব নির্বাচন, আস্থা এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন: গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন করা সাধারণ সদস্যদের একটি বড় দায়িত্ব। পরিচালনা কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের ওপর আস্থা রাখতে হবে এবং সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। এছাড়া, কোনো সদস্য যদি পরিচালনা পর্ষদে বা কোনো উপ-কমিটিতে (যেমন: ঋণ উপ-কমিটি, অডিট কমিটি) নির্বাচিত বা মনোনীত হন, তবে তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমিতির সার্বিক কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়াই একজন আদর্শ সদস্যের মূল লক্ষ্য।

সমবায় সমিতির শ্রেণি/ক্যাটাগরি সমূহ: আমাদের দেশে সমবায় সমিতিগুলোর উদ্দেশ্য, কাজের পরিধি এবং কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিভিন্ন শেণি বিন্যাসে বিভক্ত রয়েছে। 'সমবায় সমিতি আইন, ২০০১' (সংশোধিত) অনুযায়ী বাংলাদেশের সমবায় সমিতিকে প্রধানত দুটি মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ কাঠামোগত শ্রেণিবিভাগ ও দ্বিতীয়তঃ পেশা ও উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ। দেশে সাধারণত পেশা ও উদ্দেশ্যভিত্তিক সমবায় সমিতির সংখ্যাই বেশি এবং সারাদেশে সাধারণ সদস্যগণ এর মাধ্যমে উপকারভোগী। যেমনঃ কৃষিভিত্তিক/ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়; সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায়; উৎপাদনমুখী সমবায়; ব্যবসায়ী সমবায়; মুক্তিযোদ্ধা সমবায়; বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়; মহিলা সমবায়; পেশাভিত্তিক সমবায়; গৃহায়ন/ বহুমুখী সমবায় ও বিশেষ ও অন্যান্য শ্রেণি সমবায় ইত্যাদি।

সমবায়ে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূরীকরণ: বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূরীকরণে সমবায় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম। সমবায়ের ব্যবস্থা মূলত একক প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতাকে দূর করে সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের বিশাল ক্ষেত্র তৈরি করে। প্রান্তিক ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা যখন এককভাবে কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ শুরু করতে পারে না, তখন সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে বড় বড় খামার, কুটির শিল্প বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানেও সমবায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে আসছে। যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমবায়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি কেবল কর্মসংস্থানই সৃষ্টি করে না, বরং সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণও প্রদান করে। ফলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়।

সমবায়ে তরুণ ও যুবসমাজের অংশগ্রহণ: আধুনিক সমবায় আন্দোলনে তরুণ ও যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ স্বাবলম্বিতা অর্জনের গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রচলিত চাকরির পেছনে না ছুটে বর্তমান যুবসমাজ সমবায়ের মাধ্যমে নিজেদের মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি, ফ্রিল্যান্সিং, ই-কমার্স এবং আধুনিক কৃষির মতো সম্ভাবনাময় খাতে নতুন নতুন স্টার্টআপ ও সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এ ব্যাপারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সমবায় অধিদপ্তরের যৌথ কারিগরি প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে

তরুণরা আজ কেবল নিজেদের কর্মসংস্থানই সৃষ্টি করছে না, বরং আরও বহু বেকার মানুষের জন্য আয়ের পথ সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।

সমবায়-পরিবেশ ও অর্থনৈতিক মুক্তি: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সমবায় খাতের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি অত্যন্ত দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান সরকারের পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তর দেশব্যাপী সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। সমবায়ীরা রাস্তার দু-পাশে, বেড়িবাঁধে, পতিত জমিতে এবং খামারের চারপাশের খালি জায়গায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করছেন। এই কর্মসূচি কেবল কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্যই রক্ষা করছে না, বরং সমবায়ীদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী ও নিরাপদ আয়ের উৎস তৈরি করছে। গাছের কাঠ, ফল ও অন্যান্য উপাদান বিক্রির মাধ্যমে প্রান্তিক সদস্যরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। একই সাথে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণে এই সম্মিলিত বনায়ন কর্মসূচি এক যুগান্তকারী ও সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমবায়: সমসাময়িক অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমবায় একটি পরীক্ষিত ও কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বর্তমান সময়ে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে পুঁজির অভাব, মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ এবং বাজারজাতকরণের সমস্যা দূর করতে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবেলায় প্রকৃতির রাজ্যে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে দেশের বনভূমি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে। প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যন্তরীণ নানা চ্যালেঞ্জগুলো দূর করতে বর্তমানে সমবায় ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন ও পেশাদার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ঐক্য ও স্বাবলম্বিতার নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবায় যেকোনো প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করে একটি সাম্যবাদী ও সচ্ছল সমাজ গঠনে নেতৃত্ব দিচ্ছে যা পরিবার, সমাজ ও দেশ উপকৃত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাবলম্বিতা অর্জনে এবং দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে সমবায় একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবনদর্শন। সমবায় অধিদপ্তরের টেকসই দিকনির্দেশনা, আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং সহজ ঋণ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আজ আত্মনির্ভশীল হয়ে উঠছে। পুঁজি সংকট ও বেকারত্বের মতো চ্যালেঞ্জগুলো সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে দূর করে একটি বৈষম্যহীন, সচ্ছল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(**লেখক:** সমাজ সেবক ও চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ)

প্রয়াত ক্যাথরিনা এস, গোমেজ
জন্ম: ১ অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৯ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী

মমতাময়ী মায়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

মা-গো, দিন গেল, মাস গেল, বছর হল। কেমন করে যে দিনগুলি চলে গেল মা ভাবতে অবাক লাগে। এইতো তোমার সাথে কথা হল কত কিছু নিয়ে। মা, তুমি চেয়েছিলে যেন তোমার একটি ভাল মৃত্যু হয়। পরম পিতা তাই শুনেছেন। সবার কাছে এই কথা, 'এমন ভাল মরণ কারও হয় না।'

কিন্তু মা, আমাদের মনতো বিশ্বাস করতে চায় না। এ সংসারে সবাই আছে শুধু তুমি নেই মা। বাবা মারা যাবার পরে এতটা বছর তোমাকে পেয়েছিলাম। এবার দু'জনেই আমাদের এতিম করে চলে গেলে।

বিশ্বাস করি তুমি আজ স্বর্গের অনন্ত সুখে রয়েছ। ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে দাও, যেন তোমার আদর্শগুলো আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে পারি বাকি দিনগুলো। আজ তোমার দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমাকে জানাই, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। বিশ্বাস করি পরম পিতার কোলে আছ তুমি আর তাকিয়ে আছ আমাদের দিকে, তোমার সন্তানদের দিকে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে তোমার স্নেহের ছেলে মেয়েরা।
(মারীয়া গোমেজ, ঢাকা)

বিজ্ঞ/১৪৯/২৬

আমার বাবার কথা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

জন পিউরীফিকেশন, তিনি আমার বাবা। তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন সহজ, সরল, নির্বিবাদী প্রাণবন্ত মানুষ। তেরই জুলাই, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। উনিশ শ' সাতাশিতে মাত্র ষাট বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে যান।

একজন সদালাপী, বন্ধুবৎসল এবং নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হিসেবে আমার বাবাকে দেখেছি। সহজেই তিনি মানুষের সাথে মিশে যেতে পারতেন। তাঁকে মানুষের সাথে রাগ করতে দেখিনি। কোন সমালোচনা, কটুকাটব্য করতেও শুনিনি। ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিতে দেখেছি তাঁকে। অনেকেই বাবাকে 'পাদ্রী ' বলতেন। পরিচিত পরিসরে সকলের কাছে তিনি নিজেকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। আমাদের পরিবারেও তেমন রাগ অভিমান করতে দেখিনি। তবে তাঁর আদর-শাসন ছিল সময়োপযোগী। তাই বাবাকে যেমন সমীহ করতাম, ভয়ও পেতাম তেমনই। কাজ থেকে ছুটির অবসরে গ্রামের বাড়ীতে আসলেই আমি তাঁর শাসনের আওতায় একরকম অবরুদ্ধ হয়ে পড়তাম। তাই বাবা যেদিন বাড়ী আসতেন, সেদিনই মাকে জিজ্ঞেস করতাম, 'বাবা ঢাকায় যাবেন কবে? বা কতদিনের জন্য বাড়ী এসেছেন?' মা আমার বলতেন, 'আমি তো জানি না! তুমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করো গিয়ে।' মনে পড়ে, বাড়িতে বাবার উপস্থিতিতে যথেচ্ছ খেলাধুলা, ঘুড়ি নিয়ে রোদে দৌড়াদৌড়ি, মার্বেল, ডাংগুলি, হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা ইত্যাদি খেলায় গ্রামের সাথীদের সাথে মশগুল হয়ে দিনভর চিৎকার চেঁচামেচি করা একেবারেই সীমিত হয়ে পড়তো। একসাথে দুপুরে ভাত খেতে বসলে আমি মনে মনে ভাবতাম বাবা নিশ্চয় কিছু বলবেন এবার। এবং ঠিক তাই। বাবা বলতেন, 'ভাত খেয়ে ঘুমাবি।' তখন আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়তাম। দুপুরে খাবারের পর বাবার বিছানার পাশেই গিয়ে আমাকেও গা এলিয়ে দিতে হতো। মনে পড়ে, একদিন চুপিসারে উঠে যেই দাঁড়িয়েছি, বাবার গলার মোটা-স্বর, 'কোথায় যাচ্ছিস?' আমি 'হিসু করতে...' বলেই দিয়েছিলাম দৌড়! ওদিকে আমার সাথী অপেক্ষা করছে আমার জন্য। একবার সখের বশে 'দাঁত শক্ত করার' লোভে সিগারেটে টান দেয়ার অপরাধে রুদ্ধদ্বার ঘরে বাবার হাতের কাচা-কঞ্চির বাড়ির কথা এখনও ভুলতে পারি না। বন্ধ-দরজার ওপাশ থেকে আমার ঠাকুরমার (দাদীর) বিনীত ও সকরুণ আর্জি, 'জনরে আমার যাদুরে আর মারিস না! ওর ভুল হয়েছে। এমন আর করবে না ...!' সেই থেকে সিগারেটের দিকে আর ফিরেও তাকাইনি। এখন সিগারেটের গন্ধও সহ্য করতে পারি না। ধূমপায়ীদের বরাবরই এড়িয়ে চলি। তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করি। বাবা তাসখেলা পছন্দ করতেন না। তাই আমাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'তাস খেলে অনেকের মতো আমি যেন পড়াশুনার বারোটা বাজিয়ে না দেই! আমিও আমার অনেক বন্ধু-সাথীদের বেলায় দেখেছি, উঠতি বয়সে তারা সিগারেট ধরেছে। তারা 'বাংলা' (চোলাই-মদ)ও সেবন করতো। রাত জেগে এমন কি স্কুল পালিয়ে জঙ্গলে বসে তাস খেলায় মত্ত হয়েছে। এই তাদের অনেকেই উচ্চ বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে পারেনি। সে সময় আমাদের গ্রাম থেকে আমার মতো আরেক অগ্রজ ভাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার এলাকার অন্য সঙ্গীরা তা পারেনি।

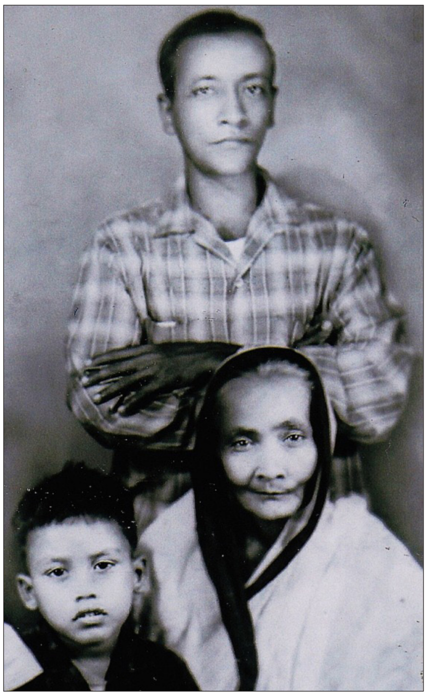

তখন এ সমস্ত বিষয় নিয়ে বাবার উপর রাগও হতো। বস্তুতঃ শুধু বাবাই নন। তাঁর অবর্তমানে আমার মা ও ঠাকুরমার (দাদীর) শাসনের বেড়াজালে সর্বদাই আমি ছিলাম বন্দী। আর বাবা বাড়ীতে অবস্থান করলে তার মাত্রা বেড়ে যেত। সে সময় আমার পরিবারের শাসনকে আমার উপর একরকম 'অত্যাচার' বলেই মনে হতো। আমার পরিবারের শাসনের কারণে আমি এক রকম 'ঘরকুণো' হয়ে উঠেছিলাম। ঘরে বসে স্কুলের পড়াশুনার সাথে ছবি আঁকা, কবিতা-গল্প-নিবন্ধ লেখা চালিয়ে যাওয়া এবং 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'তে তা পাঠিয়ে দেয়া ছিল আমার সখের বিষয়। পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা দেখে অনুপ্রাণিত হতাম। বাবাও আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন। ঢাকায় গেলে নিউমার্কেট ও গুলিস্থানের স্টেডিয়াম-মার্কেট থেকে বিভিন্ন বই, পত্রিকা কিনে আনতাম। বাড়ীতে তাই আমার নিজস্ব একটি মিনি লাইব্রেরী হয়ে উঠেছিল। পরে দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, চিত্রালী, পূর্বানী, বাংলার বাণীর একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে উঠেছিলাম। বই কেনার ব্যাপারে বাবা আমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করতেন। নাটক-সিনেমার প্রতি আমার আগ্রহও ছিল। নিজের লেখা'সহ অন্যান্য সামাজিক নাটক পরিচালনা ও অভিনয়ও করেছি স্কুল-কলেজ বেলায়। আমার বাবা কখনও নিরুৎসাহিত করেননি আমাকে। এ সমস্ত বিষয়ে তাঁর 'মৌন-সম্মতি' ছিল।

আমার বাবার এবং মা-ঠাকুরমা'র শাসনে ত্যক্ত-বিরক্ত হতাম সে সময়। তাঁদের শাসন অতিরিক্ত বলেই মনে হতো। কিন্তু পরিণত বয়সে যখন আমিও একজন বাবা হয়েছি, তখন বুঝেছি বাবাই ঠিক ছিলেন। আমার মা, ঠাকুরমাও ঠিক ছিলেন। আমার বাবার মতো শাসন করতে আমি আমার সন্তানদের বেলায়ও চেষ্টা করেছি। তবে তাঁর মতো সফল হতে পারিনি নিশ্চয়! তাই মনে করি, একটি পরিবার থেকেই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার ভিত রচিত হয়। তাই জ্ঞানীজন বলে গেছেন, 'পরিবারই হল মানুষের বড় পাঠশালা।'

আমার বাবা ছিলেন একজন কাজপাগল মানুষ, কর্মঠ। তাঁকে দেখেছি, ঢাকা থেকে বাড়ী এসেই বেশভূষা পাল্টে, চা-নাস্তা করে হাতে কাস্তে বা কোদাল নিয়ে নেমে যেতেন জমিতে। ঠিক তখনই আমার মাথা বিগড়ে যেত। এই কখন জানি, তাঁকে সঙ্গ দিতে ডাক পড়ে! কলার চাড়া লাগাও। পাটখেতে নিড়ানি দাও। বাড়ীর পাশের জমিতে কোদাল মেরে আদা-হলুদের সারি তৈরি কর। কিংবা লাউ-টমেটো-তামাকের চাড়া লাগাও। তাদের যত্ন কর। নিয়মিত পানি দাও। বাবার সাথে ক্ষেতেও কাজ করেছি। বোরো ধানের খেত পরিষ্কার কর। দূর থেকে ধানের চাড়া নিয়ে আসো। খেতে তা রোপণ কর। চারা একটু বড় হলে, ছাই-গোবর ছিটিয়ে দাও। খেতে পানি সেচন কর। ধান পাকলে কামলাদের সাথে সাহায্য কর। কাটা ধান বাড়ীতে নিয়ে আসো। মাড়াই কর। বাবার সাথে সবই করতে হয়েছে আমাকে। আবার বাড়িতে গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগীর যত্ন নিতে হতো। বিক্রির জন্য মাথায় আতাফল, লাউ, টমেটো, বা কামরাঙ্গার ঝাঁকা বয়ে নিয়ে দুই মাইল দূরের উলুখোলা হাটে নিয়ে যেতে হয়েছে। আবার বাজার-সওদা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। বাবার ইচ্ছায় এত

কাজ আমাকে করতে হয়েছে। তিনি বলতেন, ‘লেখাপড়ার সাথে কৃষিকাজও করতে হয়। বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়।’ কেবল আমি তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তান বলেই, আমার জন্য এত কিছুর আয়োজন!

আমার বাবা শৈশবে তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন। তাই আমার ঠাকুরমাকে তাঁর দুটি সন্তান নিয়ে সে সময় দারিদ্র্যতার কঠিন অবস্থায় নিপতিত হতে হয়েছিল। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্তই তাঁর পড়াশুনার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন স্বশিক্ষিত।

সে সময় অবিভক্ত বাংলায় আমাদের এলাকার অনেকেই জীবিকার সন্ধানে কোলকাতায় পাড়ি জমিয়েছেন। কোলকাতায় বাবুর্চির কাজ শিখে বাবা এক সময় রয়েল হোটেলে সুনামের সাথে কাজ করেছেন। পরে ঢাকার শাহবাগ হোটেলে (পরে পিজি হাসপাতাল হয়) তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘ দিন। আমি তাঁকে দেখেছি, ঢাকার ধানমন্ডিতে আশুগঞ্জ সার-কারখানা নির্মিত হওয়ার সময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির ‘ফস্টার হুইলার’ কোম্পানির কর্মকর্তার অধীনে কাজ করতে। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা আশুগঞ্জে কর্মরত ছিলেন। সে সময় জুন বা জুলাই মাসে তিনি বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে বাবা ট্রেনে আশুগঞ্জ থেকে রওনা হয়ে ভৈরব হয়ে টঙ্গীতে নামতেন। টঙ্গী থেকে সাত মাইল বা অনেক সময় আড়িখোলা নেমে, সাত-আট মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাড়ি আসতেন। উপরোক্ত সময় তিনি যখন যাত্রা শুরু করেন, ভৈরব এসে দেখেন ট্রেন বন্ধ। হানাদার পাক-সেনাদের আক্রমণের মুখে যাতায়াত ব্যবস্থা তখন বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারাও ঢাকার সাথে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হন। তাঁরা ওই এলাকায় কারফিউ দিয়ে রাখে। বাবা ট্রেনের উপর ভরসা না করে রিক্সা নিলেন। কোথায় কোন পাঁচদোনা, মনোহরদি পাড়ি দিতে পথিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের বাধার মুখে পড়েন তিনি। তাঁদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এলাকায় প্রবেশ করাতে মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ বাবাকে ‘রাজাকার’ বলতেও কসুর করেননি।

মুক্তিসেনারা অন্যদের মত বাবার পরিচয় জানার জন্য তাঁদের ক্যাম্পে নিয়ে যান। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অপেক্ষা করতে যেয়ে রাত ঘনিয়ে আসে। পরের দিন দুপুরের দিকে বাবা ছাড়া পান। তিনি বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার আড়িখোলা-নাগরী হয়ে গভীর রাতে বাড়ী এসে পৌঁছান। আমার মনে আছে, সে সময় বাবার যে অবয়ব আমি দেখেছি, তা ছিল একেবারেই বিধ্বস্ত! তিনি মানসিক এবং দৈহিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। নিশ্চয় পথে তাঁকে অনেক ধকল সহ্য করতে হয়েছিল। মনে পড়ে, স্বাধীনতার পর বাবা তাঁর কাজে ঢাকায় ও আশুগঞ্জে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় আশুগঞ্জ দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার।

পরিবারে আমরা তিন ভাইবোন বাবা-মা-পিসিমা ও ঠাকুরমার আদর-যত্নে বেড়ে উঠেছি। আমার পিসিমা তাঁর এক মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বাবা তাঁর বোনের ছেলেমেয়েদের তাদের বাবার অভাব বুঝতে দেননি। আমার মা-ঠাকুরমারও ছিল বাবার মতো মন। তাঁদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমার পিসিমার দুই সন্তান বড় করে তুলে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন।

আমার বাবার চাহিদা ছিল খুবই সীমিত। জমি-জমা, অর্থকড়ির তেমন মোহ তাঁর ছিল না। বাড়ির জমি থেকে অল্পবিস্তর আয় এবং তাঁর বেতন দিয়ে সংসার নির্বাহ করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। আমাদের তিন ভাইবোনের (আমার বড় ও ছোট বোন এবং আমি) লেখাপড়ায় গুরুত্ব দিতেন তিনি। আমার কিশোর বেলায় লেখালেখি, ছবি আঁকা, নাটক দেখা, অভিনয় করা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কথা জানতেন বাবা। এ সমস্ত ব্যাপারে কখনও বাধা দেননি তিনি। আমি একজন বাবা হয়ে, আমার বাবার কথাই ভাবি। সব সময় নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি বাবার মতো হতে পেরেছি? তাঁর চরিত্র কি আমি পরিধান করতে পেরেছি? আমি নিশ্চিত, পারিনি! তবে সব সময় চেষ্টা করি তাঁর মতো একজন আদর্শ ‘বাবা’ হতে। আমার অনেক সীমাবদ্ধতা আমাকে তা হতে দেয় না। বাবা কোলকাতাতে স্থায়ী হওয়ার বা পরে আমেরিকার ‘অভিবাসী’ হওয়ার সুযোগ দু’হাতে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু আমি? এই আমি তাঁর সন্তান, তা করতে পারিনি! নিজের বাপের ভিটের প্রতি, স্বদেশের প্রতি ছিল বাবার অপরিসীম প্রেম। আর আমার ‘দেশপ্রেম’ আমাকে দূরে একেবারে অসম্ভব দূরে ঠেলে দিয়েছে! আমার দেশকে আমি, আমার জন্য নিরাপদ ভাবতে পারিনি! এখানে আমার বাবার সাথে আমার ভিন্নতা! আমার দেশকে তো আমিও ভালোবাসি! ‘দেশপ্রেম’ আমারও নিশ্চয় আছে। প্রশ্ন, আমার বাবার মতো কি? তাই তো শরৎচন্দ্র বলেছেন, ‘বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না। দূরেও ঠেলিয়া দেয়!’ এখন দেখছি আমার নিখুঁত ‘দেশপ্রেম’, এই আমাকে বাংলাদেশের একেবারে উল্টোদিকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে!

আমার বাবার কথা সাজিয়ে সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ একটি মনোগ্রাহী লেখা দাঁড় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যদি হতাম একজন পারঙ্গম লেখক, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেও নান্দনিক একটি বয়ান বা আলেখ্য পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হতো না এই আমার দ্বারা। জন পিউরীফিকেশন তো আমাদের তিন ভাইবোনের বাবা! প্রতি বছর তেরোই জুলাই দিনটা অতিবাহিত হয় শুধু বাবার কথা মনে করেই। সেদিন বাবা আমাদের ছেড়ে স্বর্গলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তখন তুঙ্গে। ঢাকার খিলক্ষেতে আমার বড় বোনের বাড়ীতে থেকেও, কারফিউয়ের কারণে ঢাকার হাসপাতালে নিয়ে ভালো চিকিৎসা করার তেমন সুযোগ হয়নি আমাদের। পরের দিন চৌদ্দই জুলাই উনিশ শত সাতাশিতে মেশিন চালিত ছোট্ট বোটে বাক্সবন্দি নিথর বাবাকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম ‘বরুয়ার বিলের’ উত্তাল ঢেউয়ের বিপরীতে। সেদিন চারদিকে ছিল শুধু ঢেউ আর ঢেউ! ভরা বর্ষার সময় এই বিলকে মনে হয়েছিল কূল-পার বিহীন এক মহাসমুদ্র! আজ সেখানে সেই চিত্র আর নেই। পূর্বাচলে যাওয়ার পথেই সেখানে রচিত হয়েছে ‘বসুন্ধরা সিটি।’ বাবাহারা হয়ে সেদিন আমিও বুঝে নিয়েছিলাম, এই সংসার আমার জন্য ‘মহা-অতলান্তিক’ হয়ে উঠেছে!

হ্যাঁ! যে সন্তান তার মাথার উপর সুশীতল-ছায়া প্রদানকারী বটবৃক্ষসম বাবাকে চিরতরে হারায়, একমাত্র সেই বোঝে, এই জগত-সংসারের ‘মহা-অতলান্তিক কী ও কাহাকে বলে!’

বাবা! বিশ্বাস করি তুমি এখন স্বর্গীয় কাননে অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি উপভোগ করে যাচ্ছ। আমাদের আশীর্বাদ কর, একদিন আমরা যেন তোমার পাশে স্থান পাই। ঌ

(৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

পারি। প্রবীণদের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। বৃদ্ধাশ্রমের মতো গ্লানিময় পরিবেশ দূর করে প্রবীণরা যেন পরিবারের মাঝেই শান্তিতে ও ভালোবাসায় আনন্দে জীবন কাটাতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ তারা সমাজের আলোকবর্তিকা। তারা আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন আপনজন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ভালোবাসা প্রদর্শন কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং আমাদের মানবিকতার পরিচয়। প্রবীণদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, ত্যাগ ও জ্ঞানের আলোয় নবীন প্রজন্ম পথ চলে। প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা দূর করে জীবনের শেষ দিনগুলো সুন্দর ও শান্তিময় করে তোলা প্রতিটি সচেতন মানুষের দায়িত্ব। আসুন আমরা সবাই প্রবীণদের সম্মান করি, তাদের যত্ন নিই ও তাদের মুখে হাসি ফোটাতে আন্তরিকভাবে কাজ করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

‘শিক্ষা মনোবিদ্যা’ সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সী. ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯,

খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে “ঐশবাণীধ্যান” সাধু বেনেডিক্ট মঠ, মহেশ্বরপাশা, খুলনা,

ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট, পবিত্র বাইবেল, বিশ্বাসের মানুষ- জীন গসেলিন আরনল্ড।

টানা বর্ষণ, বিপর্যস্ত বাংলাদেশ

চন্দন মন্ডল

প্রকৃতি মানুষের জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও তার রূপ বদলায়। কৃষি ক্ষেত্রে বৃষ্টি আশীর্বাদস্বরূপ হলেও, যখন টানা কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, তখন সেই বৃষ্টিই মানুষের জীবনে দুর্ভোগ ও দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটানা বৃষ্টির কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল'সহ, ঢাকার ব্যস্ততম এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিরপুর, কাকলী, বনানী'সহ ব্যস্ততম সড়কগুলো বৃষ্টির জলে নদীতে পরিণত হয়। ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অফিসগামী মানুষ, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টির কারণে মানুষের স্বাস্থ্যও ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। বিশেষভাবে এই সময়ে শিশু ও বয়স্ক মানুষ বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। বন্যা ও পাহাড় ধস সংশ্লিষ্ট ঘটনায় এখন পর্যন্ত প্রাণ গেল ৪৪ জনের। আহত হয়েছেন আরো ৩৯ জন। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ২,৬৭,৯১৮ টি পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছাড়িয়েছে প্রায় ১০ লাখ।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ: খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজার, ঢাকা'সহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের আরো অন্যান্য অঞ্চল। তবে এখন মানুষের দৃষ্টি যেন ত্রাণ সহায়তার দিকে। তবে বর্তমানের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে। এছাড়া আবহাওয়া বন্যা পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে, আরো কিছু অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। (তথ্যসূত্র : ৭১ নিউজ)

একটানা বৃষ্টিতে সব অঞ্চলের মানুষ কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, শহরাঞ্চলের মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ন, অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, এবং খাল নদী দখলের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই শহরে বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় মানুষের স্বাভাবিক চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অফিসগামী মানুষ সময়মতো কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেনা। দীর্ঘ যানজট, যানবাহনের সংকট, এবং পানিবন্দী সড়কের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি, পরিবহন সাময়িকভাবে সীমিত আকারে চলাচল করায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শিক্ষার্থীরা ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আর নিম্ন আয়ের মানুষের দুর্ভোগ বলে শেষ করা যাবে না। যারা দিনে আনে দিনে খায় তারা দিনের খাবার যোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে। একটানা বৃষ্টি মনে করিয়ে দেয়, পরিকল্পিত নগরায়ন কতটা জরুরি।

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ মানুষের জীবিকা অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই একটানা বৃষ্টির প্রভাব গ্রাম অঞ্চলে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভূত হয়। অতি বৃষ্টির কারণে মাঠঘাট পানিতে তলিয়ে গেলে, কৃষকের বহুমাসের পরিশ্রম মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শাক-সবজি, ফসল ও গ্রামের মেঠো রাস্তাগুলো নষ্ট হওয়ায় জীবনে নেমে আসছে চরম দুর্ভোগ। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সময় মত বাজারে নিয়ে যেতে পারছে না। ফলে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং ন্যায্য মূল্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। গবাদি পশু পালনকারীরাও নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তবে এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন উন্নত কৃষি পরিকল্পনা।

একটানা বৃষ্টির ফলে, শুধু মানুষের চলাচল ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই ব্যাহত হয় না, বরং জনস্বাস্থ্যের উপরও এর গভীর প্রভাব পড়ে। দীর্ঘদিন পানি জমে থাকার ফলে ছড়িয়ে পড়ে নানা ধরনের সংক্রামক রোগ। এবং এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। বন্যা সৃষ্টির কারণে এ সময় বিশুদ্ধ পানির সংকট একটি বড় সমস্যা। অনেক এলাকায় নলকূপ পানির অন্যান্য উৎস জলাবদ্ধতার কারণে পানির সঙ্গে মিশে দূষিত হয়ে যায়। মানুষ বাধ্য হয়ে দূষিত পানি ব্যবহার করলে, ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড'সহ নানা রকম পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্ক লোক এসব রোগে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। দীর্ঘদিন পানি জমে থাকায় মশার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। একটানা ভেজা পরিবেশে সর্দি, কাশি, জ্বর, নিউমোনিয়া হতে পারে।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষির পাশাপাশি আমাদের দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক ভিত্তি। মানুষ প্রতিদিন শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। কিন্তু একটা ভারী বৃষ্টির কারণে এই স্বাভাবিক জীবন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে, ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেমে আসছে চরম ভোগান্তি। অতি বৃষ্টির ফলে শহরে প্রধান সড়ক, অলি গলি এবং মহাসড়কের অনেকাংশে পানিতে ডুবে যাওয়ায় যানবাহন ধীরগতিতে চলছে, ফলশ্রুতিতে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যানজট। সাধারণ মানুষকে পোহাতে হচ্ছে যানজটের এই কষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে বাস, সিএনজি, রিকশা ও অন্যান্য পরিবহন চলাচল সীমিত হয়ে পড়েছে। যার ফলে যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এবং গন্তব্যে পৌঁছাতে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি সময় লাগছে। এই দুর্যোগে আমাদের মানবিক দায়িত্ব হল, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে ততটুকু নিয়ে এগিয়ে আসা। আপনার একটি মানবিক সহায়তা একটি পরিবারের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে পারে। বন্যার ফলে সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়ে নিম্ন আয়ের মানুষ। দিনমজুর, কৃষক, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। বিশুদ্ধ পানির সংকট, খাদ্যের অভাব এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ, বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। বন্যার এই দুর্ভোগ শুধু কয়েকদিনের নয়। পানি নেমে যাওয়ার পরেও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ, জীবিকা পুনরুদ্ধার এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য, অনেক সংগ্রাম করতে হয়। বন্যা পরিস্থিতি শুধু একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি অসংখ্য মানুষের চোখের জল, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন এবং বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামের নাম। যখন একটি পরিবার তাদের ঘর হারায়, যখন একটি শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থায় আশ্রয় কেন্দ্রে রাত কাটায়, যখন একজন কৃষক চোখের সামনে বছরের ফসল শেষ হয়ে যেতে দেখে, তখন আমরা শুধু তা উপলব্ধি করি। বন্যার ক্ষতি শুধু অর্থের হিসাব দিয়ে মাপা যায় না, এই কঠিন সময়ে আমাদের বড় শক্তি হতে পারে মানবতা।

বন্যার পানি একদিন নেমে যাবে, নদী আবার স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হবে, মাঠে আবার সবুজ ধান দুলবে, শিশুরা আবার বিদ্যালয়ে ফিরবে, কিন্তু এই দুর্যোগের স্মৃতি আমাদের মনে চিরকাল একটি প্রশ্ন রেখে যাবে -

দুর্যোগের সেই কঠিন সময় আমরা কি সত্যিই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম? ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, দুর্যোগের চেয়ে মানুষের সাহস বড়। বিপর্যয়ের চেয়ে আশার আলো উজ্জ্বল, আর অন্ধকারের পরেই নতুন ভোরের সূচনা হয়। ৯

সুখী পরিবার

মিল্টন রোজারিও

জেমস অফিস থেকে এসে দেখে প্রিয়া এখনও তার অফিস থেকে ঘরে ফেরেনি। এমনটা প্রায়ই হয়। জেমস ভাবে কর্পোরেট অফিসের কাজই এমন। বস অফিস থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তার সেক্রেটারি কিছুতেই আগে বের হতে পারে না। জেমস প্রিয়াকে বেশ কয়েক বার বলেছে, তুমি এই চাকরীটা ছেড়ে দাও। প্রতি উত্তরে প্রিয়া বলেছিলো, দেখি আর ক'দিন। এই আর ক'দিন করতে করতে প্রায় এক বছর হয়ে গেলো। এখনও প্রিয়া সেই চাকরী করে যাচ্ছে।

জেমস তার স্ত্রী প্রিয়া আর দুটি সন্তান নিয়ে তাদের সংসার। ক'মাস হলো জেমসের বাবা ও মা তাদের কাছে এসেছে। দুটি সন্তানের মধ্যে মেয়ে চিত্রা হলি ক্রশ স্কুলের সপ্তম শ্রেণী আর চিত্ত তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্র। কাজের বুয়া মিনুই তাদের সংসারের চালিকা বলা যেতে পারে। কারণ, জেমস আর প্রিয়া অফিসে চলে যাবার পর সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের বাড়ির মত মিনুই দেখাশোনা করে। চিত্রা এবং চিত্ত মিনুকে মাসি বলে ডাকে। এমনকি জেমসের বাবামাকেও যত্ন করে এই মিনু। তাদের কখন কী দরকার সব খেয়াল রাখে সে।

মিনুদের বাড়ি হালুয়াঘাট, বোয়ালমারা গ্রামে। বয়স চল্লিশের উপরে। অল্প বয়সে বিধবা হওয়াতে সে এখন প্রিয়াদের বাসায় কাজ করতে চলে এসেছে।

জেমসের বাবা-মা ছেলে এবং বউমার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে। বিশেষ করে নাতি চিত্তর ব্যাপারে তারা খুবই অসন্তুষ্ট এবং আতঙ্কিত। দাদু-ঠাকুরমার প্রতি তার কোন ভক্তি শ্রদ্ধা নাই বললেই চলে। বর্তমান প্রজন্মের উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণে সে বেড়ে উঠছে যেন। এইটুকু বয়সে চিত্ত ধূমপান করা শুরু করে দিয়েছে। ছেলে চিত্তর ব্যাপারে জেমস এবং প্রিয়া বহু নালিশ শুনেছে ঘরে এসে মিনুর কাছে, বোন চিত্রার কাছে। এখন শুনছে জেমসের মা-বাবার কাছ থেকে।

জেমসের বাবা-মা দুইজনই বৃদ্ধ। বাবার বয়স সত্তর আর মায়ের বয়েস পয়ষট্টির কাছাকাছি। বৃদ্ধ বয়সে তারা দুজনই নুয়ে পড়েছেন। হাতে পায়ে কোমড়ে ব্যথা সব সময় লেগেই আছে। বিশেষ করে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তাদের কুকানীতে ব্যাথার প্রখরতা বুঝা যায়। নাতিন চিত্রা সব সময় দাদু আর ঠাকুরমার খেয়াল রাখে। মাঝে মাঝে ঠাকুরমার হাত-পা টিপে দেয় সে। সরিষার তেল পায়ে মালিশ করে দেয়। দাদু-ঠাকুরমা নাতি নাতিনকে খুব ভালোবাসে। আদর করে সবসময় বলে, শোন দাদুভাই-দিদিভাই, তোমরা সব সময় মা বাবার কথা শুনবে। ভালো মত লেখাপড়া করবে। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মুরুব্বিদের সম্মান করবে। মুরুব্বিদের দেখলে নমস্কার দিবে। কারো সাথে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করবে না। আর এই সব কথা শুনলেই চিত্ত রেগে যায়। দাদু ঠাকুরমাকে যা ইচ্ছে তাই বলে যায়। এমনকি বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। মিনু এই কথার প্রতিবাদ করলে তাকে মারমুখী হয় সে।

তেজকুনিপাড়ার একটি দুতলা বাড়ির খোলা বারান্দায় বসে একদিন ঠাকুরমা তাদের বাবা সম্বন্ধে একটি গল্প বলছিলো চিত্রাকে। জানিস, তোদের বাবা ছোট বেলায় খুব চঞ্চল ছিল। এক মুহূর্ত ঘরে বসে থাকতে পারতো না। ঠিক আমার দাদুভাইয়ের মত। খালি তুরতুর করতো। তবে চিত্তর মত বেয়াদব ছিল না। এই কথা বলে ঠাকুরমা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। চিত্রা বলে, ঠাকু তুমি মনে কিছু নিও না। আমি বাবাকে সব বলে দেব। তুমি আমাকে বাবার গল্প বলো। আমি শোনবো। হ্যাঁ, দিদিভাই বলছি। একদিন দুপুরে তোমার বাবা কোথায় থেকে যেন একটা ইয়াবড় শোল মাছ হাতে করে আমার কাছে নিয়ে এলো। আমি তো এতো বড় একটা শোল মাছ দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, এতো বড় শোল মাছ তুই কোথায় থেকে নিয়ে আসলি? কে দিলো তোকে? তোর বাবা হেসে হেসে বলে, কেউ দেয় নাই মা। আমিই মেরে নিয়ে আসলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ভাবে? তোর বাবা বললো, জানো মা, আমি কেটি (গুলতি) নিয়ে সেই শৈল্যার বটগাছতলা গেছি। এমন সময় দেখি একটা ঈগল ডাঙা থেকে বড় একটা শোল মাছ ধরে বটগাছে এসে বসলো। আমি ঠিক তার নিচে দাঁড়িয়েছিলাম। ভালো একটা মার্বেল নিয়ে কেটিটা সই করে মারি এক টান। ব্যস, কেল্লা ফতে। ঈগলটা মাছটি ফেলে উড়ে চলে গেলো। আর আমি সাথে সাথে সেই লাফানো মাছটি ধরে নিয়ে এলাম। চিত্রা বলে, বাবার এতো সাহস ছিল ঠাকুরমা!! তোমরা না বলো, শৈল্যার বটগাছে ভূত আছে, বড় বড় সাপ আছে। হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। তাই জানতাম, কিন্তু তোমার ঠাকুরদাদা, বাবা এইকথা বিশ্বাসই করে না। তারা নাকি ঐ বটগাছতলায় বসে পিকনিক করেছে।

এমন সময় প্রিয়া আসে অফিস থেকে। দেখে খোলা বারান্দায় বসে চিত্রা ঠাকুরমার পা টিপছে আর গল্প করছে। সেটা দেখে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বলে, লেখাপড়া বাদ দিয়ে গল্প করা হচ্ছে!! মা, তোমরা দেখি আমার ছেলেমেয়েদের নষ্ট করে ফেলছো। লেখাপড়ায় না বসিয়ে গল্প করছো!! চিত্রা যাও। পড়ার টেবিলে যাও। আমি চেঞ্জ করে আসছি। চিত্ত কোথায়? চিত্ত!! চিত্রা বলে, দাদা এখনও স্কুল থেকেই আসে নাই। কী বলিস! তোর বাবার তো ছেলেমেয়ের প্রতি কোন খেয়ালই নেই। সব চিন্তা যেন আমার একার। অফিস, ঘর, ছেলেমেয়ে, লেখাপড়া আর পারছি না বাপু।

ঠাকুরমা চিত্রাকে বলে, যাও দিদিভাই শীঘ্র পড়তে বস গিয়ে। নইলে তোমার মা আরো রাগ করবে। চিত্রা তাড়াতাড়ি উঠে তার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। ওদিকে প্রিয়া কাপড় চেঞ্জ করে মিনুকে ডাকে, মিনু, মিনু।

মিনু তার সমস্ত কাজ সেরে নিজের ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুচ্ছিলো। প্রিয়ার ডাক শুনে ধরমর করে উঠে বসে দেখে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে, দিদি, আসছি। প্রিয়ার কাছে এসে বলে, শরীরটা খারাপ লাগছিল, তাই একটু শুয়ে ছিলাম। হ্যাঁ হয়েছে, হয়েছে। কয়দিন পর পর এখন তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে। এখন যাও, আমার জন্য একটু গরম পানি দাও, স্নান করবো। আর একটু আদা চা করবে ভাল করে। লেবু থাকলে একটু দিবে। মিনু বলে, দিদি ঘরে লেবু নাই। আমি গরম পানি করে রেখেছি। স্নান ঘরে দিয়ে আসবো? হ্যাঁ, দাও। আচ্ছা। দিচ্ছি। প্রিয়া স্নান ঘরে যায়। এমন সময় চিত্ত চুপি চুপি ঘরে ঢোকে।

রাত্রে খাবার টেবিলে জেমস বসে মা বাবাকে ডাকে। খাবার টেবিলে বসে জেমসের বাবা সবার সামনে বলে, জেমস বউমা আমি একটি কথা বলতে চাই। তোমরা জানিনা আমার কথাটা কীভাবে নেবে। জেমস বলে, বল না বাবা কী বলবে। আমরা আবার কী মনে করবো। না, কথাটা তোমাদের কেমন লাগবে জানি না। তবুও বলতে চাই। আমি তোমার মাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাবো। সেখানেই থাকবো। প্রিয়া বলে, বেশ ভালোই তো। গ্রামের বাড়িতে তো কেউ নাই। ঘর তালা দেওয়া। কত ফলফ্রুট হচ্ছে, আমরা তো তার কিছুই পাচ্ছি না। খালি বাড়ী পেয়ে আশেপাশের মানুষজনই সব খাচ্ছে। বৌয়ের এই কথা শুনে জেমসের বাবা-মা বউয়ের দিকে তাকায়। জেমস বলে, কী সব বলছো প্রিয়া! বাড়িতে ছোট ভাই আছে বৌ দুই মেয়ে নিয়ে। প্রিয়া বলে, ঐ না থাকার মত। জেমসের বাবা বলে, হ্যাঁ। ঠিকই বলেছো বউমা। জেমস বলে, ঠিক আছে মানে? আর তোমাদের এখন বয়স হয়েছে। নানা অসুখ বিসুকে ভুগছো। এই অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে কী তোমরা থাকতে পারবে? জেমসের বাবা বলে, বৃদ্ধ বয়সে শরীরে বিষব্যথা একটু আধটু সবার হয়। কী করবো।

গ্রামেই ভালো থাকবো আমরা। তোমাদের ঘরবাড়ি দেখে রাখবো। বাড়ির উঠানে একটু হেঁটে বেড়াতে পারবো। এখানে আমরা থাকলে তোমাদের সমস্যা হচ্ছে। আমারও ঘরে বসে থাকতে থাকতে দমটা কেমন জানি বন্ধ হয়ে আসে। ভালো লাগে না। শুধু দুটি নাতি-নাতিনের জন্য মনটা পুড়ে। বিশেষ করে নাতির জন্য বেশী মনটা খারাপ হয়। কী হচ্ছে ছেলেটা! তুই তো এমন ছিলি না জেমস। প্রিয়া এই কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠে, তোমরা ঘরে থাকো, ছেলেটা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কী না, কোথায় যায়, কী করে একটু খোঁজ খবর তো নিতে পারো। তাই না করে ঘরে বসে বসে শুধু দেখা আর নালিশ করা। জেমস প্রিয়ার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে, কী বললে তুমি বাবাকে? সব দোষে তো তোমার! তোমার জন্য আজ ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক'শ বার বলেছি, ছেলেটার প্রতি একটু নজর দিও। ঐ চাকুরী ছেড়ে দাও। চাকরীর কথা বলতেই প্রিয়া আরো রেগে যায়। বলে, চাকরী ছেড়ে দেবো মানে? আমি লেখাপড়া শিখেছি কী চাকরী ছেড়ে দিতে? জেমস বলে, ওহ্! লেখাপড়া শিখেছো তুমি চাকরী করতে? চাকরীই যদি করবে তবে বিয়ে করলে কেন? ছেলেমেয়ে জন্ম দিলে কেন? যার জন্য আজ আমাকে মানুষের কথা শুনতে হয়! ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্বে মায়ের ভূমিকা বেশী। আমরা কি মানুষ হই নাই! লেখাপড়া করি নাই! আমার মা আমাদের দেখাশোনা করেছে। লেখাপড়া শিখিয়েছে। মানুষ বানিয়েছে। বাবা তো চাকুরী নিয়ে বিদেশে ছিল। মা বলুক তো, কেউ কোন দিন আমাদের নামে কোন নালিশ নিয়ে এসেছিলো নাকি? এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে যায় জেমস। প্রিয়া চুপচাপ সব শুনতে থাকে। কী বলবে দিশেহারা হয়ে যায়। জেমস আবার বলে, লেখাপড়া শিখেছো বলে তোমাকে চাকরী করতে হবে, কে বলেছে? আমাদের মত শিক্ষিত পরিবারে আজ শান্তি নাই কেন? জানো? শুধু তোমার মত শিক্ষিত মায়েদের জন্য। যারা চাকরী করে নিজেদের অনেক বড় মনে করে। মাটিতে পা ফেলতে চায় না। আরে চাকরী করে যদি নিজের পরিবারকে ঠিক রাখতে না পারি তবে সেটা কেমন শিক্ষিত পরিবার? নিজের ছেলে নেশা করে বেড়ায়। অমানুষ হয়। লজ্জা করা উচিৎ সেই সব মায়েদের। জেমসের বাবা জেমসকে থামিয়ে দিয়ে বলে, থাক বাবা। থাক। জেমস তবুও বলে, না বাবা আমাকে আজকে বলতে দাও। আজ এক বছর হলো তোমরা আমার কাছে এসেছো। কোন দিন দেখেছো, এই ঘরে সন্ধ্যায় বা রাত্রে কোন প্রার্থনা হয়েছে? ছেলেমেয়েরা কোন প্রার্থনা ঠিক মত বলতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ওর জন্য আজ এই অবস্থা। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলাটা ধরে আসে। আর কিছু না বলে জেমস নিজের ঘরে চলে যায়। প্রিয়া চুপচাপ জেমসের ঘরে চলে যাওয়া দিকে তাকিয়ে রাগে গজগজ করতে থাকে। কোন কথা না বাড়িয়ে মিনুর সাথে খাবার দাবার উঠিয়ে রান্না ঘরে চলে যায়। মিনু সব ধুয়ে জায়গা মত উঠিয়ে রাখে।

সারা রাত জেমস ঘুমাতে পারে না। ভাবতে থাকে তার সংসারের কথা। বাবা মায়ের কথা। প্রিয়ার কথা। নিজের সন্তানদের কথা। ভাবে এখনও সময় আছে ছেলেকে সঠিক পথে আনার। এই ব্যাপারে প্রিয়ার সাথে ভালো মত কথা বলতে হবে। রাগারাগী ঝগড়াঝাঁটি করে সংসারের শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না।

পরদিন শুক্রবার সকালের নাস্তার টেবিলে সবাই বসে নাস্তা করছে। শুধু প্রিয়া আর চিত্ত নাই। জেমস বাবাকে বলে, বাবা তোমরা কী সত্যি সত্যিই বাড়িতে চলে যাবে? হ্যাঁ বাবা। মা, তোমারও কী ঐ একই কথা? মা কিছু বলে না। স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে। চিত্রা বলে, ঠাকু তোমরা গ্রামে যেও না। এখানেই থাকো আমাদের সাথে। ঠাকু বলে, না দিদিভাই। গ্রামের বাড়িঘর খালি পরে আছে। ঐগুলি দেখাশোনা করতে হবে না! আমরা আবার আসবো দিদিভাই। তোমাদের জন্য অনেক চিন্তায় থাকবো। তোমরা ভালো থেকো। সাবধানে থেকো। চিত্ত দাদুভাইকে দেখে রেখো। এমন সময় প্রিয়া রান্না ঘরে যায়। মিনুকে বলে, মিনু আজকে বাজার কিছু লাগবে? শোন, আমি সমিতির মিটিংয়ে যাচ্ছি। তুই ঠিক মত রান্না করে ফেলিস। মিনু বলে কাঁচা মরিচ, ধইনা পাতা আর আলু লাগবে। ঠিক আছে আমি সবজিওলাকে ফোনে বলে দিচ্ছি। ও এসে দিয়ে যাবে। তুই গেট গিয়ে নিয়ে আসিস। এই কথা বলে নাস্তা না করেই প্রিয়া চলে যায়। জেমসের মা বলে, বৌমা নাস্তা করে যাও। প্রিয়া কোন কথা না বলে চলে যায়।

পরদিন সকালে জেমসের মা-বাবা একটা সিএনজি করে গ্রামের বাড়িতে ছোট ছেলে জনের ঐখানে গিয়ে ওঠে। জনের বৌ শ্বশুর শাশুড়িকে দেখে খুশী হয়। জনকে ডেকে বলে, কই গো শুনছো, বাবা মা এসেছে। জন ঘরে শুয়ে ছিল। জনের বৌ প্রীতি শ্বশুর শাশুড়িকে সিএনজি থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। বলে, তোমরা বস আমি তোমাদের জন্য নাস্তা নিয়ে আসছি। এমন সময় জনের দুই মেয়ে লতা আর মিতা দাদুঠাকুরমাকে দেখে দৌঁড়ে কাছে আসে। ঠাকুরমা তাদের জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খায়। ব্যাগ থেকে চিপসের প্যাকেট বের করে ওদের হাতে দেয়। লতা আর মিতা জমজ বোন। দুইজনের বয়েস সাত বছর।

দুপুরে খাবার সময় জন বাবাকে বলে, বড় ছেলের ঐখান থেকে চলে আসলে কেন? বাবা বলে, শহরের ঘরে বসে থাকতে থাকতে ফাফর লাগছিল। দমবন্ধ হয়ে আসছিলো। ঘর থেকে বের হতে মনে চায় না। রাস্তায় বের হলে যেমন রিক্সা তেমন মানুষ। হাঁটার উপায় নাই। ভাবলাম বাড়িতেই ভালো। তাই চলে এলাম। বাড়িতে এলে এখন খাবে কী? আমি কিন্তু তোমাদের দেখতে পারবো না। জনের বউ বলে ওঠে, কী সব কথা বলছো খাবার সময়! জন বলে, ঠিকই বলছি। এই কথা বলে সে হাত ধুয়ে উঠে ঘরে চলে যায়। জনের বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, ঠিকই বলেছে বৌমা। আমরা বাড়িতে এসে তোমাদের সমস্যায় ফেলে দিলাম। না বাবা, আমাদের কোন সমস্যা নাই। তোমরা বাড়িতে এসে ভালোই করেছো। আমরা যা খাবো তোমরাও তাই খাবে। তোমার ছেলের সমস্যা হতে পারে কারণ, সে অনেক রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে মদ খেয়ে বাড়িতে ফিরে। আমার কথা শুনে না।

জেমসের বাবা-মা গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পর প্রিয়া তার ছেলেকে ধরে ইচ্ছেমত জুতো পেটা করে। বলে, তোর জন্য আজ আমাকে মানুষের কথা শুনতে হয়। কেন? তুই কী মানুষ হবি, না অমানুষ হবি বল? তোকে আজ আমি মেরেই ফেলবো। চিত্ত মায়ের হাতে এমন মার খাবে কখনও ভাবতেও পারে নাই। তাও জুতো পেটা। মার সহ্য করতে না পেরে শেষে মায়ের পা ধরে মাফ চেয়ে নিস্তার পায়। কান ধরে বলে, মা আমাকে মাফ করে দাও। আমি আর কখনও কারো সাথে বেয়াদবি করবো না। তোমার কথা শুনবো।

মাস তিনেক পর প্রিয়া তার ঐ অফিসের চাকরী ছেড়ে একটি স্কুলে চাকরী নেয়। ছেলেমেয়েকে দেখভাল করার প্রচুর সময় পায়। জেমস এবার খুব খুশী হয়।

এসএসসি-তে চিত্ত পাঁচটি লেটার নিয়ে জিপিএ-৫ পায়। এই খবর শুনে গ্রাম থেকে জেমসের বাবা-মা ঢাকা চলে আসে। চিত্ত দাদুভাইকে জড়িয়ে ধরে। কপালে চুমু খায়। ঠাকুর একটি স্বর্ণের চেন দাদুভাইকে উপহার দেয়। চিত্ত বলে, দাদুঠাকুরমা তোমরা আমাকে অনেক আশীর্বাদ করো। আমি যেন একজন মানুষের মত মানুষ হতে পারি। দাদু চিত্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে। বলে, হ্যাঁ দাদুভাই। তুমি অনেক বড় হবে এই আশীর্বাদ করছি তোমাকে।

সন্ধ্যায় নাস্তার টেবিলে জেমসের বাবা বলে, আজকে আমরা সবাই খুব খুশী আনন্দিত। কারণ, আমার দাদুভাই ভালো রেজাল্ট করেছে। সেইজন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। জেমস বলে, বাবা সব আপনাদের জন্য হয়েছে। আমরা একটা অন্য জগতে ছিলাম। আজকে আমরা সুন্দর পথে ফিরে এসেছি। নাস্তার পরে আমরা সবাই এক সাথে বসে প্রার্থনা করবো। তারপর রাত্রের খাবার। চিত্রা বলে, দাদুঠাকুমা তোমরা কিন্তু আর গ্রামে যেতে চাইবে না। প্রিয়াও বলে, হ্যাঁ মা এবং বাবা। তোমরা কিন্তু এখন এখানেই থাকবে। ✿

আলোচিত সংবাদ

রেমিট্যান্সে নতুন রেকর্ড, ১৮ দিনে ২২ হাজার কোটি টাকা

চলতি জুলাই মাসের প্রথম ১৮ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১৭৯ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ২২ হাজার ১৩৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে ২০ দশমিক ২ শতাংশ। রোববার (১৯ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য থেকে এ তথ্য জানা গেছে। চলতি মাসের শুরু থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১৪৯ কোটি ৬০ লাখ ডলার। শুধু ১৬ থেকে ১৮ জুলাই এই তিন দিনেই প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১৬ কোটি ১০ লাখ ডলার। এর আগে চলতি মাসের প্রথম পাঁচ দিনে এসেছিল ৫৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর জুড়ে দেশে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৩ হাজার ৩২ কোটি ৮০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের রেকর্ড।

https://sangbad.net/news/11480/

রাজধানীর ১২০ মোড়ে বসছে সেমি-অটোমেটিক ট্রাফিক সিগন্যাল

রাজধানীর ১২০টি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে আগামী ছয় মাসের মধ্যে সেমি-অটোমেটিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। ইতোমধ্যে ১২টি পয়েন্টে এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আগামী মাসখানেকের মধ্যে এ সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে ট্রাফিক বিভাগ। একই সঙ্গে যানজট কমাতে গত প্রায় এক বছরে নগরীর ৭৫টি পয়েন্টে সড়ক ডাইভারশন ও প্রকৌশলগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে জিপিএস ভিত্তিক ট্রাফিক নজরদারিসহ প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও আধুনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে ডিএমপির। ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) আনিছুর রহমান সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

https://www.ittefaq.com.bd/799670/

এয়ারবাসের ১০ উড়োজাহাজ কিনছে সরকার

জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে প্রথমবারের মতো এয়ারবাসের উড়োজাহাজ যুক্ত হচ্ছে। সরকারের মিশ্র-বহর কৌশলের অংশ হিসেবে ইউরোপীয় উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাস থেকে ১০টি উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত জানিয়েছেন, আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে এয়ারবাসের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্য রয়েছে। ২০৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এসব উড়োজাহাজ ধাপে ধাপে বিমানের বহরে যুক্ত হবে। প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত মঙ্গলবার(২১/৭) বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দাম ও অন্যান্য শর্তসহ কেনাকাটার বিস্তারিত তথ্য চুক্তি সইয়ের পর প্রকাশ করা হবে। তার ভাষ্য, বাংলাদেশের জাতীয় ও বাণিজ্যিক স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই সরকার এ চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

https://www.ittefaq.com.bd/799801/

খাবার পৌঁছে দেওয়ার ফাঁকে কবিতা লিখে জিতলেন সাহিত্য পুরস্কার

খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজের ফাঁকে কাগজের টুকরোয় কবিতা লিখতেন ওয়াং জিবিং। সেই লেখালেখিই তাকে এনে দিয়েছে চীনের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য সম্মাননা। ডেলিভারি রাইডারদের কঠিন ও সংগ্রামময় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা তার কবিতা 'লো ফ্লাইট' সম্প্রতি লু শুন সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছে। আধুনিক চীনা সাহিত্যের জনক হিসেবে পরিচিত লু শুনের নামেই এই পুরস্কারের নামকরণ করা হয়েছে। ৫৬ বছর বয়সী ওয়াং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে খাবার সরবরাহকারী রাইডার হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে তার কবিতা ও প্রবন্ধ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং তিনি একজন পরিচিত লেখক হয়ে ওঠেন। ওয়াং জিবিং সেই ক্রমবর্ধমান শ্রমজীবী লেখকদের একজন, যারা নিজেদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

https://www.kalerkantho.com/online/world/2026/07/20/1713820

বিশ্বকাপ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার আয়ের রেকর্ড গড়েছে ফিফা

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে রেকর্ড ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিশ্বকাপ রাজস্ব আয়ের পথে রয়েছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে নির্ধারিত ১১ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যমাত্রাকে অনেকটাই ছাড়িয়ে গেছে এই আয়। বার্তাসংস্থা দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। শনিবার (১৮/৭) ফিফার সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে এক বৈঠকে সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এই আয় বৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, বিশ্বকাপ থেকে আয় প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি হওয়ায় ফিফার আর্থিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। জানা গেছে, এই বিপুল আয়ের বড় অংশ এসেছে হসপিটালিটি প্যাকেজ এবং টিকিট বিক্রি থেকে। বিশেষ করে সেকেন্ডারি মার্কেট বা টিকিট পুনঃবিক্রির বাজারে চাহিদা ও উচ্চমূল্যের কারণে ফিফার আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই বাজারে প্রতিটি লেনদেনে ক্রেতার কাছ থেকে ১৫ শতাংশ এবং বিক্রেতার কাছ থেকেও আরও ১৫ শতাংশ কমিশন পায় ফিফা।

https://dainikamadershomoy.com/details/019f796a686b

বিশ্বকাপের নতুন ফরম্যাট: পরিবর্তনের নেপথ্যে আইসিসির যে যুক্তি

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে র‍্যাঙ্কিংয়ের তলানিতে থাকা তিন দলকে নিয়ে সুপার সিরিজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়েছে আইসিসি। এই সিরিজে বিশ্বকাপে প্রথম ছয় ম্যাচ শেষে বাদ পড়বে দু'টি দল। আইসিসির এমন সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছে চারদিকে। তবে এই সমালোচনার ভিড়ে ইতিবাচক দিকগুলোও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। নতুন এই কাঠামোর বেশ কিছু শক্তিশালী দিকও আছে। ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল ক্রিকবাজ অনুসন্ধানে জেনেছে, মূল আলোচনায় যে ধরনের কঠোর ফরম্যাট ভাবনায় ছিল, তার চেয়ে নমনীয় হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ২০২৭ সালেও ২০১৯ ও ২০২৩ আসরের মতো ১০ দলের বিশ্বকাপ আয়োজন করা যায় কি না, তা নিয়ে আইসিসির ওয়ার্কিং গ্রুপের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। জানা গেছে, কমিটির একাধিক সদস্য এ প্রস্তাবের পক্ষে সায় দেন। শেষ পর্যন্ত আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪ দলের বিশ্বকাপেই অনড় থাকে আইসিসি। তবে তাতে আনা হয় সামান্য কিছু পরিবর্তন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, 'ক্রিকেটের মান আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়া, দলগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভারসাম্য রক্ষা করা এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমর্থকদের মনোযোগ ধরে রাখতেই' এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

https://www.prothomalo.com/sports/cricket/t7777eok6k

বায়ুদূষণে শীর্ষে কিনশাসা, ঢাকার বাতাস মাঝারিমানের

জলবায়ু পরিবর্তন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলায় বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বায়ুদূষণের মাত্রা দিন দিন বাড়ছেই। এমন অবস্থায় মেগাসিটি ঢাকার বায়ুমান মাঝারিমানের। বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় রাজধানী ঢাকার অবস্থান ২৬তম এবং বায়ুমান স্কোর ৭৫। এই অবস্থার বায়ুমানকে মাঝারিমানের বলে বিবেচিত হয়। বুধবার (২২ জুলাই) সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে এ তথ্য জানা গেছে। আইকিউএয়ার তথ্য অনুযায়ী, বুধবার (২২ জুলাই) সকালে বায়ুদূষণের শীর্ষে রয়েছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসা। যার বায়ুমান স্কোর ১৮৭। এই অবস্থাকে 'অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। এছাড়া তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়। যার বায়ুমান স্কোর ১৫৪। পর্যায়ক্রমে বায়ুমান স্কোর ১৩৪ ভিত্তিতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরবের রিয়াদ। এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ইসরায়েলের জেরুজালেম। যার বায়ুমান স্কোর ১১৮।

https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/07/22/1714723

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

এফএবিসি'র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে আমরা অনেকেই ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন বিশপদের এফএবিসি প্ল্যানারি অধিবেশনে অংশগ্রহণের কথাটা জানতে পেরেছি। তবে এফএবিসি প্ল্যানারি অধিবেশন কী - সে সম্বন্ধে তেমন একটা ধারণা নেই। FABC Plenary Assembly হলো এশিয়ান বিশপ সম্মেলনসমূহের ফেডারেশন (FABC)-এর সর্বোচ্চ সভা। এতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কার্ডিনাল, বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী নারী-পুরুষ (Religious) এবং খ্রিস্টভক্তদের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে এশিয়া মহাদেশে মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং সমসাময়িক পালকীয় চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি যথাযথ সাড়া দেওয়ার পথ অনুসন্ধান করেন।

এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সাধারণত প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি FABC-এর প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যৌথ পর্যালোচনার সর্বোচ্চ মঞ্চ।

২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ২০-২৬ জুলাই পর্যন্ত এশিয়ান বিশপ সম্মেলনসমূহের ফেডারেশনের (FABC) দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন (Twelfth Plenary Assembly) ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের অধিবেশনের প্রতিপাদ্য হলো: "সিনোডাল মণ্ডলীতে রূপান্তর এবং এশিয়ায় সেতু ও সেতুবন্ধন নির্মাতা হয়ে ওঠার মিশন"।

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- এশিয়ার স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে ঐক্য (Communion) ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা জোরদার করা।
- এশীয় সমাজের বাস্তবতা ও নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করা।
- মঙ্গলসমাচার প্রচারের (Evangelization) কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা।
- মণ্ডলীর অংশগ্রহণমূলক ও সহযাত্রামূলক (Synodality) চেতনাকে বিকশিত করা।
- শান্তি, ন্যায্যতা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে উৎসাহিত ও প্রসারিত করা।

এফএবিসি'র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ঘিরে বিশ্বমণ্ডলীর নেতৃবর্গের আহ্বান: সিনোডালের চেতনায় এশিয়ার বিশপরা হোন সেতুবন্ধনের নির্মাতা

২১ জুলাই জাকার্তার হোটেল মুলিয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভাটিকান, আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, ওশেনিয়া,

যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের স্থানীয় মণ্ডলীর চ্যালেঞ্জগুলোর কথা তুলে ধরলেও সকলে একটি অভিন্ন কথা বলে, তা হলো- সহযাত্রা (Synodality) কেবল একটি কর্মপদ্ধতি নয়; এটি মণ্ডলীর জীবনধারা হয়ে উঠতে হবে।

পবিত্র আত্মার আহ্বান শোনার সময়: ভাটিকানের প্রতিনিধি হিসেবে বিশপদের সিনডের মহাসচিব কার্ডিনাল মারিও গ্রেখ বলেন, তিনি এফএবিসি'র দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এসেছেন "শুনতে, সহভাগিতা করতে এবং শিখতে।" দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে পবিত্র আত্মা স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর কাছে কী আহ্বান জানাচ্ছেন, তা বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুধাবন করাই আজ মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। তাঁর মতে, সিনোডালিটির পথ কাথলিকদের মধ্যে আরও গভীর ঐক্য এবং মঙ্গলসমাচার প্রচারের মিশনারী উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে।

আফ্রিকা ও এশিয়া-দুই সহোদর মহাদেশ: আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারের বিশপ সম্মেলনসমূহের সিম্পোজিয়ামের (SECAM) সভাপতি কার্ডিনাল ফ্রিদোলিন আম্বোঙ্গো বেসুঙ্গু, ওএফএম কাপোচিনো আফ্রিকা ও এশিয়াকে "দুই সহোদর মহাদেশ" হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, দারিদ্র্য, বৈষম্য, অভিবাসন, সশস্ত্র সংঘাত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো একই ধরনের বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে উভয় মহাদেশ। তিনি সিনোডালিটিকে "চার্চ হওয়ার এক জীবনধারা" হিসেবে উল্লেখ করে মঙ্গলসমাচার প্রচার, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, যুবসমাজের পালকীয় পরিচর্যা, ন্যায্যতা, শান্তি ও সৃষ্টিজগতের সুরক্ষায় এশিয়া ও আফ্রিকার মণ্ডলীগুলোর মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বৈচিত্র্য মণ্ডলীর শক্তি: ইউরোপীয় বিশপ সম্মেলনসমূহের পরিষদের (CCEE) প্রতিনিধি আর্চবিশপ গিনতারাস লিনাস গ্রুশাস বলেন, রোমে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক সিনড প্রমাণ করেছে যে বৈচিত্র্য মণ্ডলীকে দুর্বল না আরও সমৃদ্ধ করে। তিনি বলেন, বিভক্ত ও মেরুকরণকৃত বিশ্বে দেয়াল নির্মাণের প্রলোভন এড়িয়ে চলতে হবে খ্রিস্টানদেরকে। কেননা মণ্ডলীর কাজ হলো "ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে এবং মানুষে মানুষে পুনর্মিলনের সেতু" হয়ে ওঠা।

বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রকৃত ঐক্য: পূর্বাঞ্চলীয় কাথলিক প্যাট্রিয়ার্কদের পরিষদের প্রতিনিধি প্যাট্রিয়ার্ক রাফায়েল বেদ্রোস একবিংশ মিনাসিয়ান সিনডের চূড়ান্ত দলিল থেকে তিনটি অগ্রাধিকার যথা: আধ্যাত্মিক বিচক্ষণতার মাধ্যমে অন্তরের রূপান্তর; মণ্ডলীর কাঠামোতে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা; বিভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এমন ঐক্য; তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "চার্চের ঐক্য একরূপতার মধ্যে নয়; বরং বৈচিত্র্যের মধ্যে একতায় প্রকাশিত হয়।"

ওশেনিয়ার প্রথম অংশগ্রহণ: ওশেনিয়ার ক্যাথলিক বিশপ সম্মেলনসমূহের ফেডারেশনের (FCBCO) মহাসচিব ফাদার ক্রিস্টোফার ডি সুজা জানান, এই প্রথম তাঁদের অঞ্চল FABC-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, তাঁরা "শুনতে ও শিখতে" এসেছেন। যদিও ওশেনিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সমষ্টিগত বিচক্ষণতার অনুশীলন রয়েছে, তবুও সিনোডারিটির বিষয়ে এশিয়ার মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা তাঁদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

আন্তঃমণ্ডলী সংলাপের গুরুত্ব: এশিয়ার খ্রিস্টীয় সম্মেলনের (CCA) মহাসচিব জুং ইউন গ্রেস মুন বলেন, CCA ও FABC বহু বছর ধরে এশিয়ায় সংলাপ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে আসছে।

তিনি FABC-এর প্রশংসা করে বলেন, তারা সিনোডালিটিকে কেবল একটি পালকীয় কৌশল হিসেবে নয়, বরং প্রার্থনা, মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং আধ্যাত্মিক বিচক্ষণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি আধ্যাত্মিক জীবনধারা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এশিয়ার ধ্যানমুখী আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সিনোডালিটি প্রক্রিয়ার সমন্বয় বিশ্বজনীন মণ্ডলীর জন্য এক অনন্য অবদান। তাঁর মতে "এশিয়ার মতো বৈচিত্র্যময়, বিশাল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ অঞ্চলে সিনোডালিটির প্রক্রিয়া শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, তা সত্যিই অপরিহার্য।"

যুক্তরাষ্ট্রের চার্চের অভিজ্ঞতা: যুক্তরাষ্ট্রের কাথলিক বিশপ সম্মেলনের (USCCB) প্রতিনিধি স্যাক্রামেন্টোর সহকারী বিশপ রেনালদো বেরসাবাল নিজেকে "একজন সহযাত্রী তীর্থযাত্রী" হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি বলেন, মণ্ডলীর প্রকৃত নবায়ন কেবল প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব নয়; এর জন্য দরকার বিনয়, মনোযোগ দিয়ে শোনার মানসিকতা এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনার প্রতি আস্থা রেখে একসঙ্গে পথ চলা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের চার্চের জীবন ও মিশনে এশীয় কাথলিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

যদিও প্রতিনিধিরা বিভিন্ন মহাদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন চার্চ ঐতিহ্য থেকে এসেছেন, তাঁদের সবার বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে-বিভক্ত ও সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে মণ্ডলীকে অবশ্যই সেতুবন্ধনের নির্মাতা হতে হবে।

এফএবিসি'র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও বিশপ ইম্মানুয়েল কাকন রোজারিও অংশ নিয়েছেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

অফুরন্ত ধনাগার যিশু হৃদয়

প্লাবন স্কট গ্রেগরী

একটি গ্রামের পাশে ছিল এক বিশাল মরুভূমি। সেই মরুভূমি পেরিয়ে মানুষ জীবিকার সন্ধানে যেত, কিন্তু অনেকেই পথ হারিয়ে তৃষ্ণায় কষ্ট পেত। একদিন এক দরিদ্র যুবক সেই মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেললো। তার কাছে খাবার নেই, পানি নেই, আর সামনে কোনো আশার আলোও নেই। হঠাৎ সে দূরে একটি উজ্জ্বল প্রাসাদ দেখতে পেল। প্রাসাদের দরজা খোলা, আর প্রবেশদ্বারের উপরে লেখা ছিল, "যে তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে আসুক।" যুবকটি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো, সেখানে অফুরন্ত পানির ঝর্ণা, অগণিত রুটির ভাণ্ডার এবং বিশ্রামের স্থান রয়েছে। সে অবাক হয়ে প্রাসাদের মালিককে জিজ্ঞাসা করল, "এত ধনসম্পদ কি কখনও ফুরিয়ে যাবে না?" মালিক মৃদু হেসে বললেন, "না, কারণ এই ভাণ্ডার প্রেম, করুণা ও জীবনের উৎস থেকে প্রবাহিত হয়।"

যুবকটি বুঝতে পারল, এই প্রাসাদ আসলে যিশুর হৃদয়ের প্রতীক। যেমন যিশু বলেছেন, "আমি জীবনের রুটি" *(যোহন ৬:৩৫)* এবং "যে জল আমি তাকে দেব, তা তার মধ্যে অনন্ত জীবনের জন্য উৎসরূপে প্রবাহিত হবে" *(যোহন ৪:১৪)*। তাঁর হৃদয় এমন এক অফুরন্ত ধনাগার, যেখানে পাপীর জন্য ক্ষমা, দুঃখীর জন্য সান্ত্বনা, দুর্বলের জন্য শক্তি এবং সকলের জন্য অনন্ত জীবনের আশা সঞ্চিত রয়েছে। সেদিন থেকে যুবকটি আর মরুভূমির ভয় করল না। কারণ সে জেনে গিয়েছিল, যিশুর হৃদয় এমন এক ধনাগার, যা কখনও শূন্য হয় না; যতই নেওয়া হোক, ততই তা প্রেম ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দাদু ও নাতি

অনেকদিন আগের কথা। এক ছিলেন খুব বয়স্ক দাদু। চোখে তিনি ভালো দেখতেন না, কানেও কম শুনতেন এবং হাঁটতে গেলে তার হাঁটু থরথর করে কাঁপত। যখন তিনি খেতে বসতেন, তখন তার হাত কাঁপত, খাবারও ঠিকমত ধরতে পারতেন না। মাঝে মাঝে পাত থেকে মাটিতে খাবার পড়ে যেত এবং কখনো কখনো মুখ থেকেও পড়ে যেত।

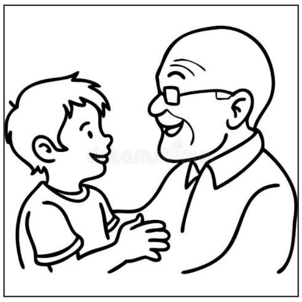

তাঁর ছেলে ও বউমা তাঁকে এইভাবে খেতে দেখে খুব বিরক্ত হতো। শেষমেষ তারা ঠিক করল যে, দাদুকে এখন থেকে রান্নাঘরের এক কোণে বসানো হবে। তারা তাঁকে একটি মাটির বাটিতে করে খাবার দিত, আর সেটাও পেট ভরে দিত না। দাদু দূর থেকে খাবারের টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর কষ্টে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

একদিন তাঁর কাপা হাত থেকে মাটির বাটিটা ফসকে মাটির মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। বউমা তাঁকে খুব বকাঝকা করল, কিন্তু বয়স্ক দাদু কোনো কথাই বললেন না; শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এরপর, তারা বাজার থেকে কয়েক টাকা দিয়ে একটা সস্তা কাঠের বাটি কিনে আনল, যাতে এখন থেকে দাদু সেটাতেই খাবার খান।

একদিন সবাই যখন ঘরে ছিল, তখন চার বছরের ছোট্ট নাতি মেঝেতে বসে আপনমনে কাঠের ছোট ছোট টুকরো জোড়া লাগাচ্ছিল।

বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করছ তুমি?

বাচ্চাটি উত্তর দিল, আমি ছোট্ট কাঠের বাটি বানাচ্ছি; আমি যখন বড় হবো তখন বাবা আর মা যেন এই বাটিতে করে খেতে পারে।

ছেলে আর বউমা কিছুক্ষণ চুপচাপ একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তারা ডুকরে কেঁদে উঠল।

তারা তখনই দাদুকে আবার সম্মানের সহিত খাবার টেবিলে ফিরিয়ে আনল। সেদিন থেকেই দাদু সবসময়ই তাদের সাথে বসে খেতেন। আর কখনো খাবার খেতে গিয়ে তাঁর হাত থেকে যদি একটু-আধটু খাবার পড়ে যেত, তারা কখনোই তাঁকে কিছুই বলতো না।

- ইন্টারনেট

"অমূল্য ক্রুশীয় রক্তের মহিমা"

হৃদয় খান

খুলিতলা প্রান্তরের সেই মহিমান্বিত ক্রুশ-কাষ্ঠে,
ঝরিল যে রুধিরধারা ঘোর বিরেত-বিনাশে।
সে তো নহে সাধারণ কোনো লোহিত কণা,
তাহা যে মানবের তরে জগদ্বিশ্বরের পরম করুণা।
ললাটে বিঁধিল তীক্ষ্ম কন্টক-মুকুট তাঁহার,
হৃদয় চিরিয়া নামিয়া আসিল নিবিড় প্রেমের জোয়ার।
পাপের পঙ্কিল আবর্তে ডুবিয়াছিলো যে মর্ত্যভূমি,
সেই শোণিত-পরশে পবিত্র হইলে, হে সখা তুমি!

"ধন্য সেই পুণ্যধারা, ধন্য সেই আত্মদান,
যাহার প্রতিটি অনুস্বরে ধ্বনিত মুক্তির আখ্যান।
রৌপ্য কিংবা সুবর্ণের সাধ্য নাই তাহারে কিনিতে,
আত্মারে শুদ্ধ করিয়া প্রভু করুণা করিয়াছো
মানবেতে।"

বিদ্ধ হস্ত, ক্ষতাশৌচ দেহ, নয়নে অপার ক্ষমা,
ত্রিলোকের দুবিতভার স্কন্ধে লইয়া রচিলেন নব
মহিমা।
আপনারে অর্পণ করিয়া প্রভু ঘুচাইলেন সর্ব লাজ,
অনন্ত জীবনের বাতায়ন তিনি খুলিয়া দিয়াছেন আজ।

হে প্রিয়নাথ যিশু, তোমার ওই অমূল্য রুধির-সায়রে,
হেলায়তী ও পাপীজনে লভিল আশ্রয় চিরতরে।
তব শ্রীচরণে চ্যুত হোক মোদের অহংকার,
যুগে যুগে বিঘোষিত হউক জয়গান তোমার।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গির্জা ও খ্রিস্টানদের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচী

স্বপন রোজারিও: ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গির্জা ও খ্রিস্টানদের উপর হামলার প্রতিবাদে ১৭ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১১ ঘটিকায়, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক মানববন্ধন কর্মসূচী ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব সাইফুল হক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য এড. আবেদ রেজা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শ্রী মনিন্দ্র কুমার নাথ, এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া, রমনা আর্চবিশপ হাউজের পরিচালক ফাদার আলবার্ট টি. রোজারিও, এসোসিয়েশনের যুগ্ম মহাসচিব জেমস সুব্রত হাজরা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মি. থিওফিল রোজারিও, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মি. জন অরুনেশ বাড়ৈ, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ভিক্টর রে, মোহম্মদপুর শাখার নির্বাহী সদস্য মিস শিল্পী বৈদ্য প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ অতি সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গির্জায় হামলাসহ খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, হামলা, জমি দখল, ধর্ম পরিবর্তন ও প্রার্থনা সভা না করার জন্য হুমকি প্রদান করার ঘটনাসমূহের প্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। তাঁরা ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে এ ধরণের ঘটনা ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা ঘটনাসমূহের প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দোষীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার জন্য ভারত সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। বক্তারা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আজকের এ মানববন্ধন থেকে ভারতে সংগঠিত ঘটনাবলীর বিষয়ে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের উদ্বেগের বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জোর দাবী জানান। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি প্রেসক্লাব থেকে পল্টন মোড় ঘুরে পুনরায় প্রেসক্লাবের সামনে এসে সমাপ্ত হয়।

ভাওয়ালে আঞ্চলিকভাবে অনুষ্ঠিত হলো ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজ বিষয়ক সেমিনার

ফাদার লিয়ন রোজারিও: গত ১১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার ভাওয়াল অঞ্চলে, মঠবাড়ি ধর্মপল্লীতে ৫ জন ফাদার ও আনুমানিক ৮ জন সিস্টার এবং এক জন সেমিনারীয়ান'সহ মোট ১৩০ জন ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজের লিডার নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উক্ত সেমিনার শুরু হয় এবং ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস টলেন্টিনু তার ধর্মপল্লীতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার স্টানিসলাস গমেজও সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজের জাতীয় পরিচালক এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের কনভেনের ফাদার আলবিন গমেজ ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজের উপর সহভাগিতা রাখেন। অতঃপর ফাদার স্টানিসলাস গমেজ সপ্ত ধাপের মধ্য দিয়ে বাইবেল সহভাগিতা কিভাবে করা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করেন। এবং সিস্টার বেনেডিক্টা এসএমআরএ তিনিও ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজের উপর সহভাগিতা রাখেন। এছাড়া বাস্তাবিকভাবে কীভাবে সহভাগিতা করা হয় তা অংশগ্রহণকারীদের সামনে অনুশীলন করে দেখানো হয়। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ সময় বেশ কয়েকজন অংগ্রহণকারী সেমিনার বিষয়ক প্রশ্ন তুলে ধরেন। পরিশেষে ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার স্টানিসলাস গমেজ সকলকে ধন্যবাদ জানান। এবং দুপুরে আহারের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

বিসিআর ইনিশিয়াল ফরমেশন সাব-কমিটির উদ্যোগে চারদিনব্যাপী আন্তঃসংঘীয় নভিস ফরমেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান

নভিস শ্রাবণ পালমা: বাংলাদেশ কনফারেন্স অব রিলিজিয়াস (বিসিআর)-এর ইনিশিয়াল ফরমেশন সাব-কমিটির উদ্যোগে গত ৮-১২ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে সাভারস্থ বিসিআর সেন্টারে চারদিনব্যাপী আন্তঃসংঘীয় নভিস ফরমেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। “Walking Together in Hope: Embracing the Beauty of Religious Vocation in Today’s World” প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন সংঘের মোট ৩১ জন নভিস অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী দিনে ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মণের উৎসর্গকৃত পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়। পরবর্তী তিন দিনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন ফাদার জেমস ক্রুশ সিএসসি, চয়ন রিবেরু এবং সিস্টার মেরি সেনড্রা এসএমআরএ। সেশনগুলোতে ব্রতীয় জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান

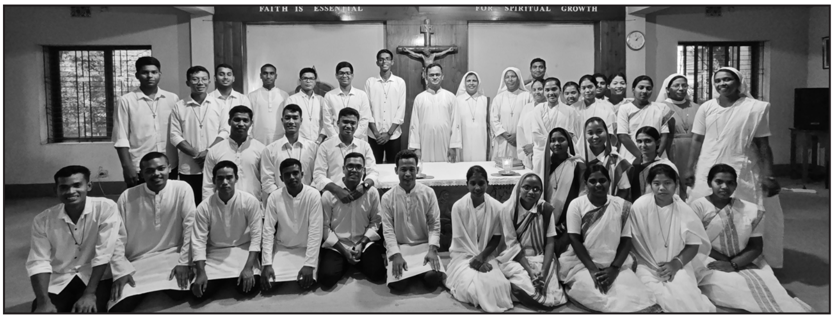

এবং ভবিষ্যৎ ব্রতীয় জীবনের প্রস্তুতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি দলীয় আলোচনা, আহ্বানের গল্প সহভাগিতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও সংঘের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। শেষ দিনে অংশগ্রহণকারীরা এই প্রোগ্রামের আহ্বায়ক ব্রাদার তপন লরেন্স ছেরাও সিএসসি-এর নেতৃত্বে 'আপন' (APON) আসক্তি পুনর্বাসন নিবাস, মানিকগঞ্জ এ শিক্ষা সফরে অংশ নেন। সেখানে মাদকাসক্তি, পুনর্বাসন এবং সহমর্মিতার গুরুত্ব সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শেষের দিন মূল্যায়ন, ধন্যবাদজ্ঞাপনমূলক পবিত্র খ্রিস্টযাগ, সমাপনী ভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

মুশরইল সেমিনারীতে অনুষ্ঠিত হলো ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের মিলনমেলা

টমাস রোজারিও: গত ৯-১০ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে মুশরইল সাধু পিতর সেমিনারীতে রাজশাহী ও জয়পুরহাট ধর্মপ্রদেশের সকল সেমিনারীয়ানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের মিলন মেলা। উক্ত মিলন মেলার মূলসুর ছিলো ঐশ আহ্বানে সাড়াদান ও আত্মনিবেদনের পথে যাত্রা। মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, ফাদার সুরেশ পিউরিফিকেশন, ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী, ফাদার শ্যামল জেমস্ গমেজ, ফাদার অনীল মারান্ডী, ফাদার দানিয়েল মুর্মু ও পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বনানী থেকে ৮জন, সাধু যোসেফের সেমিনারী রমনা থেকে ৩জন ও সাধু পোপ ৬ষ্ঠ পল সেমিনারী বনপাড়া থেকে ১জন এবং সাধু পিতর সেমিনারী মুশরইল থেকে ১৪ জন'সহ মোট ২৬জন সেমিনারিয়ান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্যে ফাদার সুরেশ পিউরিফিকেশেন বলেন, "মিলনমেলা হলো সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুন্দর একটা সময়। নিজের আহ্বানকে খুঁজে বের করা আর সেই আহ্বানের যত্ন নেওয়া"। ফাদার শ্যামল গমেজ মূলসুরের উপর সহভাগিতা করে বলেন, "ঐশ আহ্বানে সাড়াদান হলো আত্মউৎসর্গমূলক জীবন। ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী যেন আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা হোক।" রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল তার সহভাগিতায় সকল সেমিনারীয়ানদের উদ্দেশে বলেন, "খ্রিস্টভক্তদের অনেক প্রত্যাশা সেমিনারীয়ানদের উপর, তারা যেন মানবিক এবং আলোকিত মানুষ হতে পারে, যেন ভবিষ্যতে ভালো যাজক হয়। প্রত্যেকজন সেমিনারিয়ান যেন এই মিলনমেলা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং তাদের বিশ্বাস দৃঢ় ও পরিপক্ক হয়"। পরিশেষে সেমিনারির চারটি স্তম্ভ মানবিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, পালকীয় এই বিষয়ের উপর দলীয় আলোচনা ও মুক্ত আলোচনা করা হয়, এতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রার্থনার জীবন, আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিগত পড়াশোনা, সম্পর্কের জীবন। দুপুরে পবিত্র সমাপনী খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে মিলনমেলা অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

আলীকদম ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনব্যাপী আউটরীচ সচেতনতামূলক কর্মসূচী

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ: গত ২২ ও ২৩ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে আলীকদম, বান্দরবান, চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের যিশুর হৃদয় সেমিনারীয়ান ও ব্রাদার আন্দ্রে'স বয়েজ হোস্টেলের ছাত্রদের নিয়ে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও এর প্রভাব বিষয়ে দু'দিনব্যাপী আউটরীচ এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন মোট ২৬ জন সেমিনারীয়ান ও অষ্টম শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি'র অন্তর্ভুক্ত ২৫ জন শিক্ষার্থী'সহ মোট ৫১ জন।

শুরুতে শান্তিরানী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ও ব্রাদার আন্দ্রে'স বয়েজ হোস্টেলের পরিচালক ফাদার রিপন আর. রোজারিও ওএমআই এবং পবিত্র যিশুর হৃদয়ের মাইনর সেমিনারীর পরিচালক ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান। তারা বলেন, এ আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মাদক থেকে দূরে রাখা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এরপর জাকিউল আলম মিল্টন বারাকার ইতিহাস, মাদক ব্যবহারের প্রেক্ষাপট ও ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি বারাকার সেবাগ্রহীতা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন (মাদক গ্রহণের আগে ও পরে জীবনের পরিবর্তন, ক্ষতি এবং পুনরুদ্ধারের পথ নিয়ে)। সহ মাঠ কর্মকর্তা জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ কিশোরদের মাদক গ্রহণের কারণ, ঝুঁকি ও পরিণতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিক্ষার্থীরা গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে নিজেদের ধারণা প্রকাশ করে।

পরিশেষে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের অর্থ ও প্রশাসনিক পরিচালক ফাদার সাধন গ্রেগরী সমাপনী বক্তব্য প্রদান করে কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ICIDANIEL10
Cut this part and bring it along to get a 10% scholarship.

OUR COURSES

1 YEAR	DIPLOMA IN GLOBAL CULINARY ARTS	Course Fee: 1,65,000 BDT — Payable in 4 Installments.
3 MONTHS	PROFESSIONAL CHEF COURSE LEVEL-I	Course Fee: 48,000 BDT — Payable in 3 Installments.
3 MONTHS	PROFESSIONAL BAKERY, PASTRY & PATISSERIE COURSE, LEVEL-I & II	Course Fee: 45,000 BDT — Payable in 3 Installments.
1 MONTH	PROFESSIONAL BARISTA & MOCKTAIL COURSE	Course Fee: 15,000 BDT — One-time payment.
5 DAYS	PROFESSIONAL FOOD HYGIENE & HACCP COURSE, LEVEL-I & II	Course Fee: 7,500 BDT — One-time payment.

VISIT US:

ICI INTERNATIONAL CULINARY INSTITUTE

২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশের কালিনারি ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ ও আধুনিকায়নে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে চলেছে ICI-International Culinary Institute। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের কালিনারি ইন্ডাস্ট্রির একটি সময়োপযোগী বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মাস্টার শেফ ড্যানিয়েল সি. গোমেজ এই কালিনারি ইন্সটিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটির ব্যতিক্রমী ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিপুল সমাদৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রন্ধনশৈলী ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে সাজানো ICI-এর শিক্ষাক্রম মূলত Culinary Arts এবং Hospitality Management-এর এক অনন্য সমন্বয়। সময়ের দাবি এবং পেশাগত বাজারের চাহিদাকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি প্রফেশনাল শেফ কোর্সের পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন গ্লোবাল কালিনারি আর্টস, বারিস্তা ও মকটেল কোর্স, বেকারি , পেস্ট্রি এবং প্যাটিসেরি কোর্স-এর মতো যুগোপযোগী ও উদ্ভাবনী কোর্স পরিচালনা করছে। এসবের পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা বিবেচনায় সম্প্রতি আমরা ফুড হাইজিন এবং হ্যাসাপ কোর্স নিয়ে এসেছি। শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীলতা, স্থায়িত্বশীলতা এবং উদ্যোক্তা সুলভ মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়ে—ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান গ্লোবাল কালিনারি ইন্ডাস্ট্রি-র যোগ্য ও দক্ষ পেশাদার শেফ হিসেবে গড়ে তোলাই ICI-এর মূল লক্ষ্য।

OUR CAMPUSES

DHAKA CAMPUS
Address: House #84, Lift 5, Road #7/A, Dhanmondi, Dhaka.
Contact: 01733792837

CHATTOGRAM CAMPUS
Address: House #7/A/1, Road #3, South Khulshi, Chattogram.
Contact: 01708533776

SYLHET CAMPUS
Address: House #3, Block #C, Upashahar, Main Road, Sylhet.
Contact: 01746247737

OUR AFFILIATIONS:

বিজ্ঞ/১৪৬/২৬

TCCCUL
REGD.NO.26/1984

ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে

আগে আসলে আগে পাবেন
সীমিত সুযোগ!

একটি সুন্দর, মনোরম পরিবেশ ও বসবাসের উপযোগী আধুনিক ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হচ্ছে।
আগ্রহী সকল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী যে কোন সদস্য-সদস্যাদের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ফ্ল্যাটের বিবরণ:

অবস্থান: রাজধানী ঢাকা ও পূর্বাচল শহরের অতি সন্নিকটে, দড়িপাড়া মেইন রোড ও গীর্জা সংলগ্ন।

আয়তন: (ইউনিট এ- ১০৮৭.১১ স্কয়ার ফিট, ইউনিট বি-৯২৭.৮৯ স্কয়ার ফিট)।

- ৩ টি বেডরুম
- ২টি বাথরুম
- ড্রইং-ডাইনিং, কিচেন ও বারান্দা

সুবিধা: বিদ্যুৎ, পানি, গাড়ি পার্কিং ও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

মুল্য: জমিসহ প্রতি স্কয়ার ফিট ৫,৮০০ (পাঁচ হাজার আটশত) টাকা মাত্র।

এককালীন পরিশোধে বিশেষ ছাড় ও আকর্ষণীয় উপহার এবং রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তির সুবিধা।

আগ্রহী ক্রেতাদের দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

যোগাযোগঃ
তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া মিশন,
পোঃ অঃ কালীগঞ্জ, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর

মোবাইল নংঃ ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫, ০১৯১২-১২০৯০৫
ই-মেইল: tcccul@yahoo.com

বিজ্ঞ/১৪৭/২৬

BOOK POST

স্বর্গধামে যাত্রার ৬ষ্ঠ বছর

প্রিয় মা,
দেখতে-দেখতে ছয়টি বছর হয়ে গেলো, তুমি আমাদের রেখে পরপারে চলে গেলে। মা, প্রতিটি মুহূর্ত তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি আমাদেরকে কাঁদায়। তুমি ছিলে অত্যন্ত পরিশ্রমী, সময়নিষ্ঠ, মিশুক, হাস্যোজ্জ্বল ও প্রার্থনাশীল সৎ মানুষ, যা আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে। আমাদের অনুনয়, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং সর্বদা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে পরিচালিত করো।

মা, তোমার কাছে আমাদের পরিবারের সবার জন্য, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ চাই, যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে স্বর্গধামে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত ফিলোমিনা রোজারিও (কামিনী)

প্রয়াত জারমন রোজারিও (স্বামী)

জন্ম: ২৯ আগস্ট ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: করান, নাগরী মিশন

শোকার্ত চিত্তে,
সঞ্চয় স্টেনলী রোজারিও (ছোট ছেলে)
হেলেন রেবেকা রোজারিও (ছেলের বৌ)
শ্যারেল এবং শারলিন রোজারিও (বড় এবং ছোট নাতনী)
NEW YORK, USA
এবং
পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৪৫/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org